বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উন্নত জগৎ গঠন করুন
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ
স্থাপিত ১৯৪৮ সাল

এবারের সংগ্রাম
মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম...

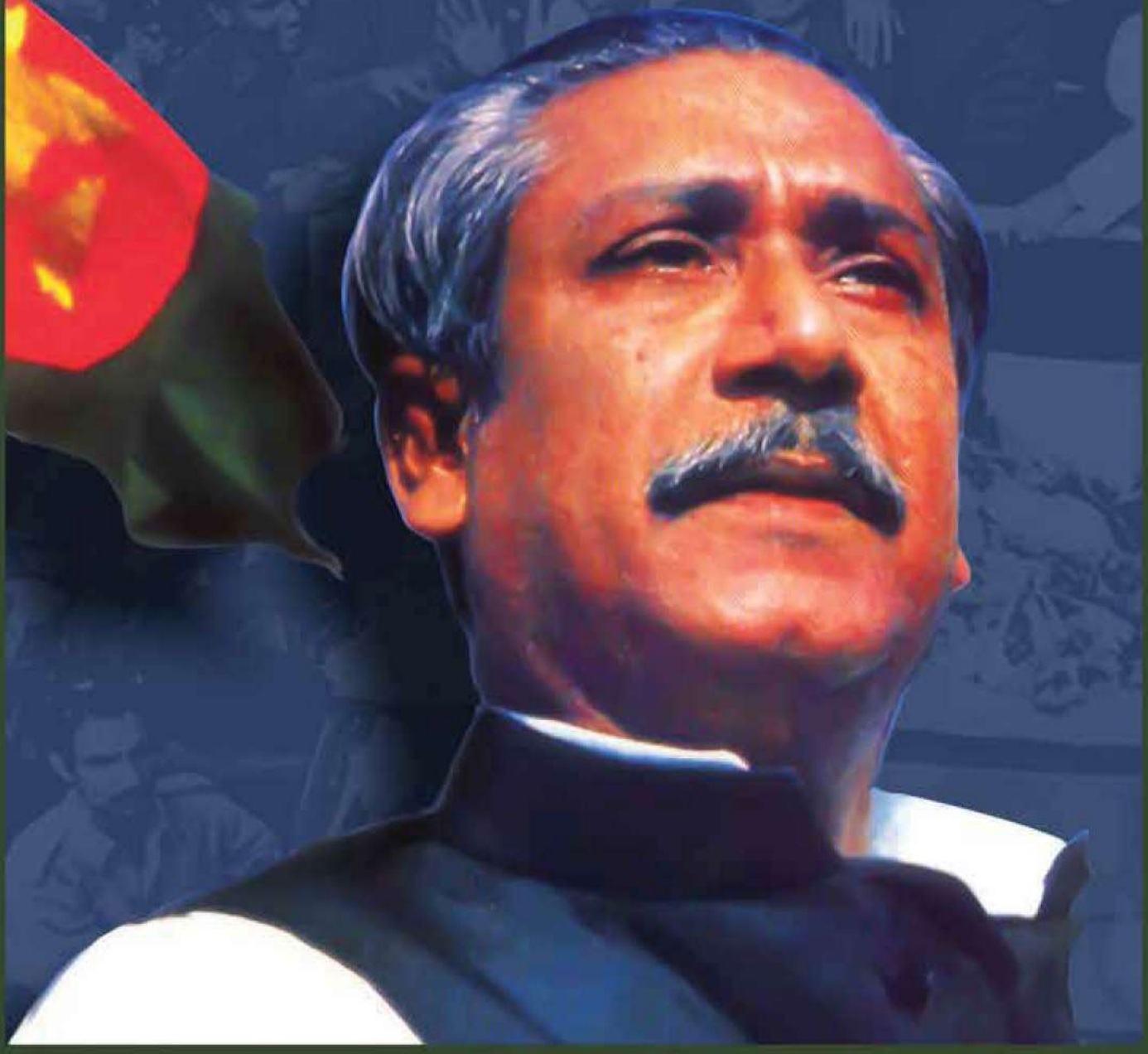

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে *iebnews48@gmail.com* পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ** তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে আমরা গীভর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩০ লাখ বীর বাঙালিকে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে নিহত সকল শহীদদের।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ বর্তমান সংখ্যাটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে লেখাগুলো সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবিরাম এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির শীর্ষে। উন্নত আধুনিক বাংলাদেশের আইকন হয়েছেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আজ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে বিদ্যুৎসেবা পৌঁছে গেছে হাতিয়া, সন্দ্বীপ, রাঙাবালীর মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের অনির্বাণ আলোক শিখা জ্বলছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো একে একে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় আজ ২৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বহুমুখি উন্নয়নের এ দুর্বার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মুজিবজন্মশত বর্ষের আনন্দময় সময়ে দেশের গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে সরকার। এ প্রকল্প চলমান রয়েছে। মানবিক বাংলাদেশের এক অনন্য নজীর হয়ে থাকবে এ উদ্যোগ। বর্তমান সরকার দেশে সড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এছাড়া বহু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আর সেজন্যই প্রকৌশলীদের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা অনেক। কয়লা, তেল গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। প্রযুক্তি প্রকৌশল ও সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের বহু উন্নয়ন কর্মযজ্ঞও আজ দৃশ্যমান। আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করেছি। ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত আধুনিক দেশের কাতারে লালসবুজের বাংলাদেশ এর নামটা খোদিত হবে হিরন্ময় হরফে। আমরা সেই সুবর্ণ দিনের আশায় আছি।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন। পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

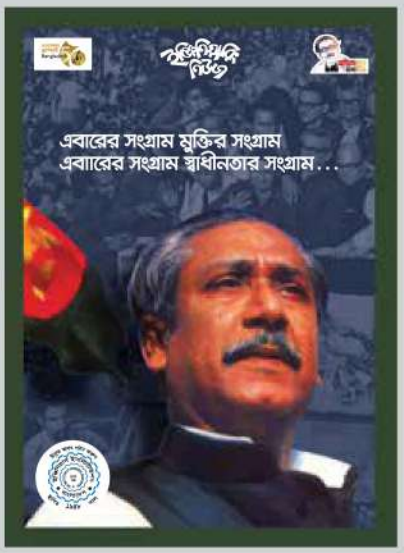

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

সম্পাদক
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.

সম্পাদকমন্ডলী
প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান
প্রকৌশলী মো. আলী নুর রহমান, পিইঞ্জ.
প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৬৭৮৬০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

স্বাধীনতার ৫০ বছর ও বিদ্যুৎখাতে অর্জন পৃষ্ঠা ০৩-০৬

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন
ভাইস- প্রেসিডেন্ট (একা. এন্ড আর্ন্ত.), আইইবি
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-যাঁর নামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল পৃষ্ঠা ০৭-১৪

প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন
সাবেক সিনিয়র সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য কিছু বাণী পৃষ্ঠা ১৫-১৬

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা : প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ,
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

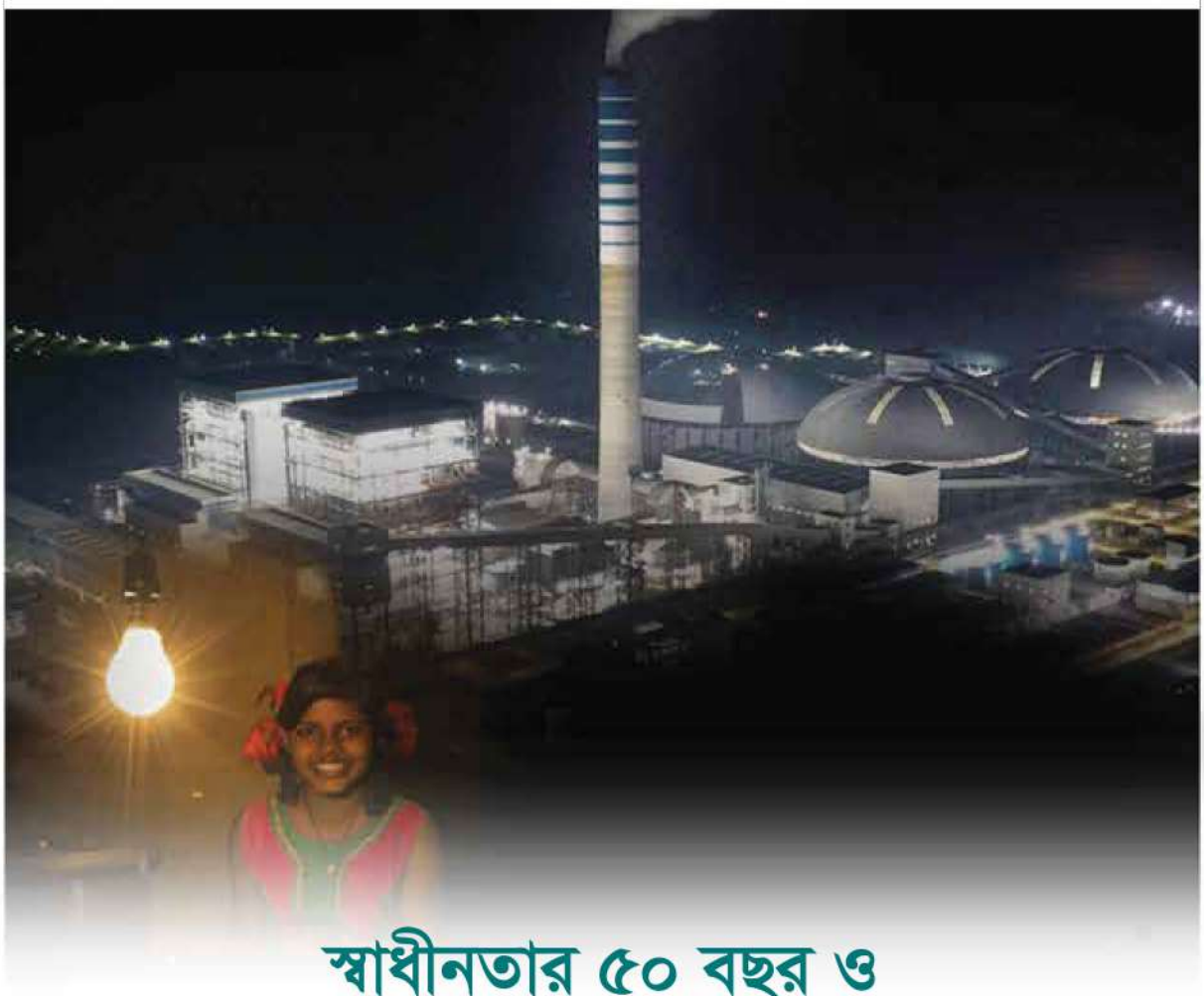

স্বাধীনতার ৫০ বছর ও বিদ্যুৎখাতে অর্জন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি এবং মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

এ কথা অনস্বিকার্য সভ্যতার উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক বিদ্যুৎ। ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে আহসান মঞ্জিলে জেনারেটরের সহায়তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বিদ্যুতের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩০ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা চালু হয় এবং পরবর্তীতে বাণিজ্যিকভাবে বিতরণ করার লক্ষ্যে 'ধানমন্ডি পাওয়ার হাউজ' স্থাপন করা হয় ।

ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতাকালে, ১৯৪৭ এ এতদ অঞ্চলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা চালু ছিল। তারপর ১৭ টি প্রাদেশিক জেলার শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে সীমিত পরিসরে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ জেলাগুলিতে কেবল রাতের বেলায় সীমিত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ঢাকায় ১৫০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার দুটি জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো।

১৯৪৮ সালে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৫৯ সালে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা) স্থাপন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের নবদিগন্তের সূচনা হয় এবং বিদ্যুৎ খাত একটি কাঠামো লাভ করে। ১৯৬০ সালে, বিদ্যুৎ অধিদপ্তরটি ওয়াপদা এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মাত্রা লাভ করে। উক্ত সময়ে সিদ্ধিরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপন করা হয় ১০

মেগাওয়াট ক্ষমতার স্টিম টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। একই সময়ে, কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে কাপ্তাইয়ে ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট স্থাপন করা হয়, যা উক্ত সময়ে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন চালু করা হয় যা এই দেশের বিদ্যুৎ বিকাশের মাইলফলক। তথাপি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির বিদ্যুৎ সুবিধাবিহীন অন্ধকারেই ছিল।

জাতির জনকের স্বপ্ন ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত :

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকিত অধ্যায় হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশের আপামর জনগণ পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সোনার বাংলা বিনির্মাণে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়। যার মাধ্যমে সোনার বাংলার রূপকল্প নবরূপ পায়।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রকৌশলী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণে বলেন যে, 'বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে না'।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-59) এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপদাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের এক নবদিগন্তের সূচনা করে। ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর উপর। ১৯৭২-৭৫ এই সময়ে আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও সিদ্ধিরগঞ্জ তিনটি পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনেতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ৭৫ পরবর্তীতে জাতির জনকের নির্মম হত্যাকান্ডের পর স্বাধীনতা বিরোধী সরকার ক্ষমতায় থাকায় বিদ্যুৎ খাতের আশাব্যঞ্জক কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। সোনার বাংলা বির্নিমাণে দেশের সার্বিক অর্থনীতি তথা বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পরে। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দূর্নীতি, সিস্টেম লস বাড়তে থাকে।

বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা :

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালে যখন সরকার গঠন করে সে সময়ে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। লোডশেড ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার। দূর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে প্রধান বাধাঁ হয়ে দাড়ায়। সে অবস্থা উত্তরণে শেখ হাসিনা সরকার বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগসহ বিদ্যুৎ খাতের কাঠামোগত সংস্কার করে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতকে আলাদা করে সংস্থা ও কোম্পানি গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতের ন্যায় জ্বালানি খাতেও কাঠামোগত সংস্কার করে নানাবিধ সংস্থা ও কোম্পানি গঠন করা হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১, এই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১,৬০০ থেকে ৪,৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য "PRIVATE SECTOR POWER GENERATION POLICY OF BANGLADESH" প্রণয়ন করেন। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ প্রায় ৫০ ভাগ। তাছাড়া বিদ্যুৎ শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০০১-২০০৮ পর্যন্ত বিদ্যুতের অভাবে দেশের অর্থনীতি ছিল পর্যুদস্ত, শিল্প, বাণিজ্য ছিল স্থবির এবং জনজীবন ছিল বিপর্যস্থ। প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ ঘন্টা লোডশেডিং এর কবলে মানুষের জীবন ছিল অসহনীয়। অথচ শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ফায়দা লুটার জন্য মাইলের পর মাইল বিদ্যুতের খাম্বা আর তার লাগানো হয়েছিল। ২০০৯ সালে সারাবিশ্বে তখন ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। এই ভয়াবহ অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন দিন বদলের সনদ ২০২১ 'রূপকল্প'। তিনি বিদ্যুৎ খাতের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিলেন ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানো হবে। বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে

বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই মেয়াদে দেশ পরিচালনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে এক দশকে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা বিগত ১০০ বছরেও হয়নি। সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় রেখে জ্বালানি বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, পরমাণু বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণসহ বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৯,৬২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ২৫,৫১৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং বিদ্যুতের সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭% হতে ১০০% ভাগে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ১৩ হাজার ২১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণাধীন, ২ হাজার ৭৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (LOI এবং NOA প্রদান করা হয়েছে) যেগুলো খুব শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করবে। তাছাড়া ৫৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো ১২ হাজার ৪৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ, মেরামত বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে জমির প্রাপ্যতা, পরিবহন সুবিধা এবং লোড সেন্টার বিবেচনায় নিয়ে পায়রা, মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকাকে পাওয়ার হাব হিসেবে চিহ্নিত করে একাধিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রামপাল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল প্রজেক্ট এবং পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প। গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কো. লি. এর উদ্যোগে পায়রা ২x৬৬০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন সফলভাবে শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট করা হচ্ছে। নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে GMR এর নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে শুধু বিদ্যুৎ আমদানি নয় বরং ঋতু বৈচিত্রকে কাজে লাগিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ রপ্তানী নিয়ে কাজ করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দালানের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্য "নেট মিটারিং গাইডলাইন" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিগত একযুগে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৩ হাজার ২১৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২১ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সামগ্রিক

সিস্টেম লস ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে ১৬.৮৫ শতাংশ হতে প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। সরকার বিদ্যুৎ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে Bangladesh Power Management Institute (BPMI) গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বাংলাদেশ এখন বিদ্যুতের মান ও সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাহকের জন্য স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার, আন্ডার গ্রাউন্ড বিতরণ ব্যবস্থা সর্বোপরি স্মার্ট গ্রিড বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী সাহসী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলেই ২০২১ এর অনেক আগেই নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ থেকে শুরু করে পটুয়াখালীর দুর্গম দ্বীপ রাঙ্গাবালীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সবার ঘরে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। ঐ সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়ে যাওয়ায় অঞ্চলবাসীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিদ্যুতায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। মহান স্বাধীনতার এ মাসে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২'-এ ভূষিত করেছে। এই অর্জন সামনের দিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ বিভাগকে নিঃসন্দেহে বহুলাংশে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎখাতের অবদান আর কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হচ্ছে না। অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে উঁচু প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে মূল্যস্ফীতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বিদ্যুতের অগ্রযাত্রার ফলে আমরা বিশ্বের অনেক দেশকেই পিছনে ফেলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন করে সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত আলোকিত বাংলাদেশ রূপান্তরের নিমিত্তে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

আমরা যাদের হারিয়েছি

প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম
১১ অক্টোবর, ২০২১

প্রকৌশলী ফাহাদ হোসেন
৩০ অক্টোবর, ২০২১

প্রকৌশলী টি.এ.এম. নুরুল বাশার
২৮ নভেম্বর, ২০২১

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সেলিম হোসেন
০২ ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকৌশলী এস মুহিতুল আহমেদ রনি
১৪ ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকৌশলী মো. আব্দুল ওয়াজেদ (চুন্নু)
২৯ ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকৌশলী আব্দুল মতিন
০৬ জানুয়ারি, ২০২২

প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া
০৮ জানুয়ারি, ২০২২

প্রকৌশলী মো. নূরুল আলম
১০ জানুয়ারি, ২০২২

প্রকৌশলী আব্দুস সাত্তার

প্রকৌশলী লিয়াকত হোসেন

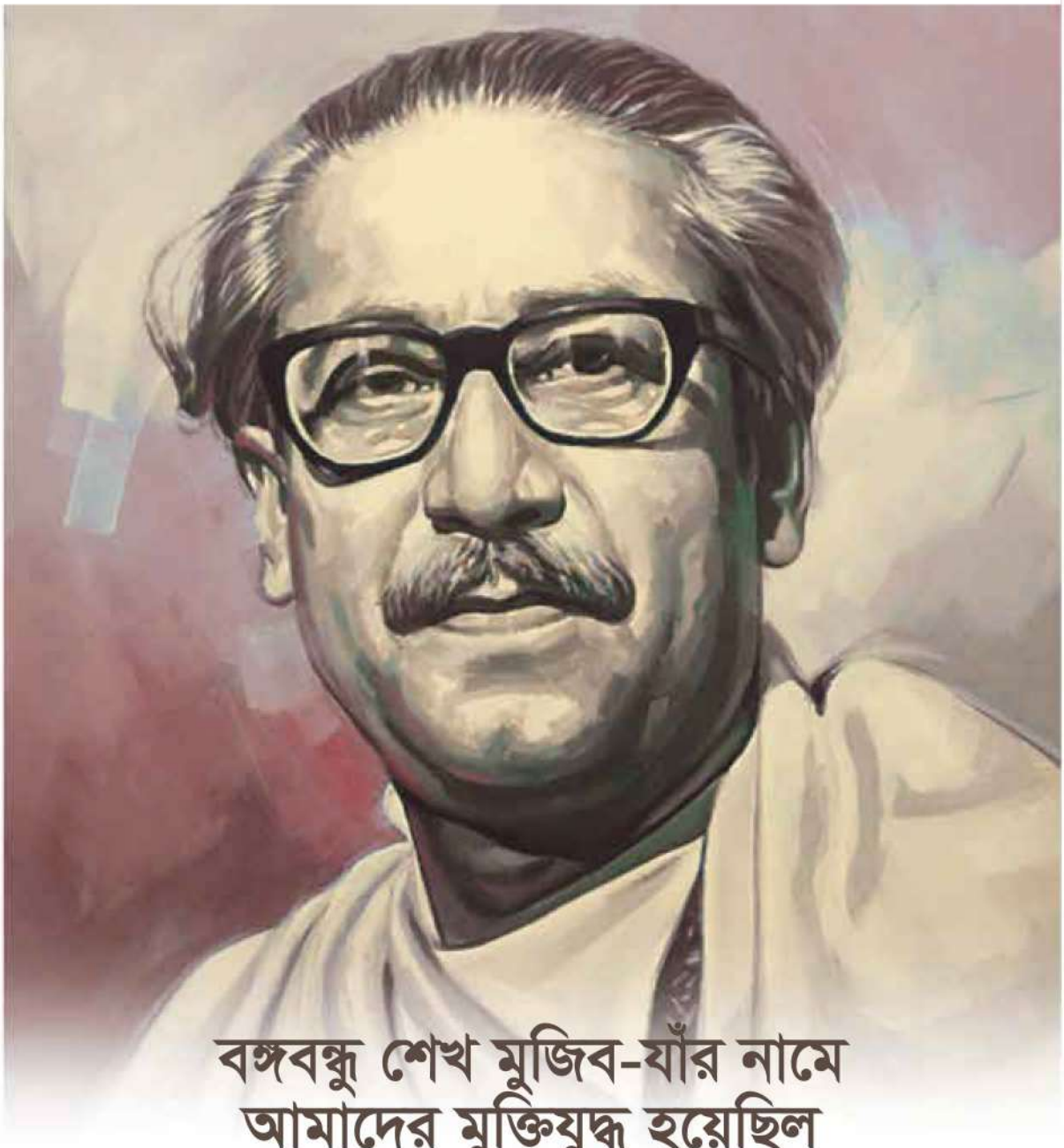

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-যাঁর নামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল

প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন
সাবেক সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলা) এক নিভৃত পল্লী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে (বর্তমানে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এক শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম শেখ সায়েরা খাতুন। তাঁদের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান তিনি। তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়। নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারে বরিশাল হয়ে বর্তমান পিরোজপুর জেলার পাশ দিয়ে পশ্চিমে বয়ে মধুমতি নদীপথে টুঙ্গিপাড়া যেতে হতো। কোন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। আর গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া দক্ষিণে অবস্থিত। দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। আসা-যাওয়া করতে হতো একমাত্র দেশি

নৌকায়। তিনি টুঙ্গিপাড়ার এম. ই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। তারপর পিতার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯৩১ সালে। ১৯৩২ সালে ১২ বছরের খোকার বিয়ে হয় তাঁর নিকটাত্মীয় ৩ বছরের শিশু শেখ ফজিলাতুন্নেছা রেণুর সংগে। ১৯৩৪ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে। তারপর ১৯৩৬ সালে পিতার কর্মস্থল মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন কিন্তু চোখের অসুস্থতার জন্য আবারও লেখাপড়ায় বিরতি। সুস্থ হয়ে ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পুনরায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে আসেন। এ সফরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলে স্কুলের ক্যাপ্টেন টুঙ্গিপাড়ার খোকা যাঁর পুরো নাম শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়া ও ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি করেন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবের কথাবার্তায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর ঠিকানা লিখে নিয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি শেখ মুজিবকে একটি চিঠিলিখেন এবং শেখ মুজিবও চিঠির জবাব দেন। তখন থেকেই ভারত বর্ষের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্কের শুরু। বাবা-মায়ের আদরের খোকার ও রাজনীতির শেখ মুজিব হওয়া শুরু।

১৯৩৯ সালে শেখ মুজিব অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ মহকুমার সম্পাদক এবং ফরিদপুর জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলর হন। এ বছর তিনি কলকাতায় বেড়াতে গেলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা করেন। ১৯৪১ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় হল ওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে খুব কাছে থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষণ, গান ও আবৃত্তি শোনেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ছাত্র অবস্থায় তিনি সাহসী এবং বিপ্লবী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ বছর তিনি দু'বার সাময়িকভাবে গ্রেফতার হন। তাঁর কারণ ছিল জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান এবং সভাস্থলে গোলযোগের মধ্যে অবস্থান। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব ম্যাট্রিক (এসএসসি) পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে থাকা শুরু করেন। তিনি এ বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন শেখ মুজিব কলকাতায় আসার পর থেকেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং তাঁকে রাজনীতির গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে শেখ মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এভাবে শেখ মুজিব উদীয়মান তরুণ ছাত্রনেতায় পরিণত হন এবং জাতীয় রাজনীতিতেও অবদান রাখতে শুরু করেন।

১৯৪৪ সালে শেখ মুজিব কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ-মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ঐ বছর তিনি ৭-৯ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পন্থি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কনভেনশনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। সিলেটে ৬-৭ জুলাই অনুষ্ঠিত গণভোটে তিনি প্রায় পাঁচশত কর্মী নিয়ে প্রচারকার্যে যোগ দিয়ে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থ হলো ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে দু'টি রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে- হিন্দুদের জন্য একটি রাষ্ট্র থাকবে যার নাম হবে ভারত এবং মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র থাকবে যার নাম হবে পাকিস্তান। এ রাষ্ট্র দু'টি গঠিত হওয়ার পরপরই কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে তৎপরতা চালান তাতে শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ বছরের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাঙালিরা আসলে স্বাধীনতা পাইনি। আমরা এক উপনিবেশ থেকে আরেক উপনিবেশের অধীনে চলে গেছি। আমাদের শাসক বদল হয়েছে মাত্র। আমরা ছিলাম বৃটিশদের অধীনে। আর ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্টের পর পাকিস্তানের অধীনস্থ হয়েছি। তাই তিনি একে ফাঁকির স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করলেন। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রলীগে নিজে কোন পদ গ্রহণ করেন নি। তবে নবগঠিত ছাত্রলীগের সকল কর্মকান্ড তিনিই পরিচালনা করতেন। এক মাসের মধ্যে তিনি পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) প্রায় সব জেলা কমিটি গঠন করতে সক্ষম হন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন যে, 'পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে'। শেখ মুজিব এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত করেন। ০২ মার্চ ১৯৪৮ শেখ মুজিবের প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' হিসেবে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ঢাকার সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে এখান থেকেই শুরু হয় শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়া ও কারা জীবন। তিনিই ভাষা আন্দোলনে প্রথম গ্রেপ্তার হওয়া ও কারাবরণকারী ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। ১৫ মার্চ তিনি মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগই এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এবছর ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে 'কডন প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তিপান। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রকে অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করা হয়। শেখ মুজিবের জরিমানা ছিল ১৫ টাকা। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে জরিমানা পরিশোধ এবং অভিভাবক কর্তৃক প্রত্যায়িত মুচলেকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় ১৮ এপ্রিল হতে ছাত্রত্ব বাতিল হবে। সকলে এই অন্যায় জরিমানা ও মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রাখলেও শেখ মুজিব ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেন। ফলে ১৮ এপ্রিল থেকে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। এখানেই শেখ মুজিবের লেখাপড়ায় ইতি ঘটে। তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা আপোষহীন নেতা হিসেবে অবির্ভূত হন। অতঃপর তিনি পরিপূর্ণভাবে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মনোনিবেশ করেন। এ বছরের ১৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের নিমিত্ত উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বের হয়েই তিনি দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে ফের গ্রেপ্তার হন এবং পরে মুক্তিলাভ করেন। ১১ অক্টোবর ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভা শেষে ভুখা মিছিল বের হলে নাজিরাবাজার রেলওয়ে ক্রসিংয়ের নিকট পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার এড়িয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম গঠনে তাঁকে রাজী করানোর জন্য মাওলানা ভাসানীর অনুরোধে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর যান। প্রায় দুই মাস সেখানে থেকে জাতীয় নেতাদের সাথে পরিচিত হন এবং সাংগঠনিক কর্মকান্ড শেষে লাহোর থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করলে ৩১ ডিসেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সাল তিনি কারাগারেই কাটান।

১৯৫২ সালে ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। শেখ মুজিব তখন ঢাকা জেলে বন্দী। বন্দী অবস্থায় ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তিনি নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার বিরুদ্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার পরামর্শ দেন। ছাত্রদের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত বিক্ষোভের সমর্থনে এবং জেলের ভিতরের বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদে শেখ মুজিব অনশন ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শেখ মুজিব ফরিদপুর জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালায় এবং সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউর প্রমুখ শহীদ হন। ফলে সারা বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। শেখ মুজিব জেলে বন্দী থেকেও ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর পরামর্শে আন্দোলন বেগবান হয় এবং সফলতা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর চীনের রাজধানী পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে শেখ মুজিব প্রথম বাঙালী হিসেবে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন।

১৯৫৩ সালে ৩-৫ জুলাই অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় নেতায় পরিণত হন। এ বছরের ৪ ডিসেম্বর পূর্ব বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ২০ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট একুশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব বঙ্গের

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তিনি প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করেন এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৫ মে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিব সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ঐ দিন তিনি করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। ১৮ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিপান।

১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। অন্য কোন দল এভাবে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে নি। ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিব 'পূর্ব বাংলা' কে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার দাবি জানান। গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ও বাংলা ভাষার পক্ষে এ রকম জোরালো ও পরিষ্কার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ২২ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী (২১-২৩ অক্টোবর) কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করে নতুন নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সময়ের প্রেক্ষিতে এটি একটি দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত এবং শেখ মুজিব নিজেকে ও তাঁর দলকে অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে শাসনতন্ত্র বিল পাশ হয়। আওয়ামী লীগ এই বিলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকে এবং ওয়াক আউট করে। আওয়ামী লীগের আপত্তির বিষয়গুলো ছিল- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অন্তর্ভুক্ত না করা; জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যার প্যারিটি নীতিগ্রহণ করা হয় কিন্তু অর্থনীতি, প্রশাসন বা সামরিক বাহিনীতে এই নীতি বাস্তবায়নের বিধান না রাখা; রাষ্ট্রপতির স্ব-বিবেচনার বৃহৎ ক্ষেত্র এবং যুক্ত নির্বাচনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। ১৪ জুলাই প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে শেখ মুজিবের একটি প্রস্তাব আওয়ামী লীগের সভায় গৃহীত হয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই প্রথম প্রকাশ্যে সমরিক শাসনের বিরোধিতা করে। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে বিরাট ভুখা মিছিল বের হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কোয়ালিশন 'সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন, কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বলাভ করেন'।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বিদেশ-নীতি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং মাওলানা ভাসানী দলের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জুলাই মাসে নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুদ্রা, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে পাকিস্তান সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব গ্রহণে শেখ মুজিবের ছিল প্রধান ভূমিকা। তিনিই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ৩০ মে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দলের কাজের জন্য মন্ত্রীত্ব ত্যাগ বিরল ঘটনা। অর্থাৎ তিনি দলের তথা জনগণের কাজকে মন্ত্রীত্বের ঊর্ধ্বে স্থান দেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। সেনা প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়। ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর ১৪ মাস জেলে থাকার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ মুজিব গোপনে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেন। প্রতি থানায় ও মহকুমায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকায় এবং দেশের নেতৃত্বে বাঙালীদের ভূমিকা বিলুপ্ত হওয়ায় শেখ মুজিব ক্রমেই শংকিত হয়ে পড়েন এবং স্বাধীন বাংলার ধারণা তখন থেকেই তাঁর চিন্তা ধারায় শক্ত হতে থাকে। ক্রমশই দ্রুত বাংলাদেশ স্বাধীন করার চিন্তা তাঁর

মনে দানা বেঁধে উঠে। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৮ জুন মুক্তিলাভ করেন। এ বছর আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সমগ্র পূর্ববঙ্গ সফর করে ব্যাপকভাবে জনসংযোগ করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসবভনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। ১৯৬৪ সালের ৬-৮ মার্চ গ্রিন রোডের আমবাগানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে পুনরায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ বছরে মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের এবং বিচারে এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি কেন্দ্রীয় কারগার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। এ বছর ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এ বছরের প্রথম তিন মাসে মোট আটবার গ্রেপ্তার হন। ৭ জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা বাংলায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৭ সাল শেখ মুজিব কারাগারেই কাটান। পাকিস্তানের সামরিক সরকার ঠিকই বুঝেছিল ৬ দফা মেনে নিয়ে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দেয়ার অর্থ হলো পূর্ব বাংলাকে একরকম স্বাধীন করে দেওয়া। তাই পাকিস্তানি শাসকেরা ৬ দফা এবং ৬ দফা প্রদানকারী নেতা শেখ মুজিবকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। শেখ মুজিবকে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এ মামলার আসামিদের বিচার শুরু হয়। ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯, ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সারাদেশের ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে আসে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে। সবার মুখে একই স্লোগান "জেলের তালা ভাঙবো- শেখ মুজিবকে আনবো"। সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এ আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ এবং বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে দ্রুত এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়। বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-জনতা যেন জেলের তালা ভেঙেই তাঁদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে বের করে আনলো। আর শেখ মুজিবও বীরের বেশে বাংলার মানুষের আপোষহীন নেতা হিসেবে কারাগার থেকে বের হয়ে আসলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর মাধ্যমে শেখ মুজিব বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। বাংলার মানুষ তাঁকে প্রাণের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁদের সকল দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্খা পূরণের একমাত্র ভরসাস্থল এবং মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেন। এভাবেই শেখ মুজিব রূপান্তরিত হলেন বঙ্গবন্ধুতে- সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদী নেতাতে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তাঁর এ নামকরণ বাংলার মানুষ মুখে তুলে নিল এবং "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো"-এই স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললো।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ লন্ডনের দ্য টাইমস পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট' হিসেবে আখ্যায়িত করে। প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর তিনি বাংলার একচ্ছত্র মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কথাই বাংলার আপামর জনগণের কথা, আর বাংলার শোষিত-বঞ্চিত-গরীব-দুঃখী মানুষের কথাই তাঁর

কথা। এ এক অভূতপূর্ব সম্মেলন। জনগণ যা বলছেন তিনি তা শুনছেন, তিনি যা বলছেন জনগণ তা মানছেন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার শপথ গ্রহণ করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের রুদ্ধদার বৈঠকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন এবং যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহবান করেন। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানান এবং বিকেলে পল্টন ময়দানের উত্তাল-উদ্দাম জনসমুদ্রে ছাত্রলীগের ঘোষিত প্রস্তাবাবলিতে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্সের সর্বকালের সর্ববৃহৎ মহা জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের সকল অনায্য ও অন্যায় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন- 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই'। তিনি এ ভাষণে বাঙালি জাতির শৃঙ্খল মুক্তির আহবান জানিয়ে ঘোষণা করেন- 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়ে ঘোষণা করেন- 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতি সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭-২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ চলে। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক থেকে প্রতিদিন ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ বাংলাদেশের মানুষ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলেছে। পাকিস্তান সরকারের সর্ব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলতঃ ৭ মার্চ হতে ২৫ মার্চ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। এরই মধ্যে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। একই সাথে সমগ্র বাংলাদেশেও পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উঠানো হয়। ১৬-২৫ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ইয়াহিয়া ঐদিন সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ করার পর ২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারসহ সারা ঢাকা শহর, বিভাগীয় ও জেলা শহরসমূহে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২ টা ২০ মিনিটে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহর) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি তিনি আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধুর এই আহবান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন । চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অপরাধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর পর তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বলেন- Mujib is a traitor to the nation, he must be punished. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার ঘোষণা- এ সবকিছুর জন্য পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে ও দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাঁর শাস্তির ঘোষণা দেয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন, আইয়ুবের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬-তে বাঙালির মুক্তিসনদ ছয় দফা

ঘোষণা, ৬৮-এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হওয়া ও এর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস (Landslide Victory) বিজয়, ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ স্বাধীনতা ঘোষণা- বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দিক পরিবর্তনকারী এ সকল প্রতিটি ঘটনার অনুঘটক ছিলেন বঙ্গবন্ধু, প্রতিটি ঘটনা তিনিই ঘটিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বেই প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে, তিনিই এসব ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তিনিই প্রতিটি ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন ও পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন (Steer করেছেন), তাঁর একক নেতৃত্বেই এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা। ইতিহাস তাঁকে সৃষ্টি করেনি, তিনিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক। তাঁর নামেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে এবং তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বাংলার মানুষ ৭০-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটদানের মাধ্যমে এ এখতিয়ার শুধু বঙ্গবন্ধুকেই দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকা থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী ভারতের রাজধানী দিল্লীতে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধুর রেফারেন্স নিয়ে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা চান। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিস্তারিত অবহিত হওয়ার পর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। নবগঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ২৬ মার্চকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস নির্ধারণ করা হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে (বঙ্গবন্ধুর নাম অনুযায়ী মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার খবর সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের নির্দেশ এবং ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নির্দেশ হৃদয়ে ধারণ করে হাজার হাজার মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের অনুরোধ জানাতে থাকে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কর্নেল ওসমানীকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ যাথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার ও সাব-সেক্টরে একজন সাব-সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া তিনটি বিশেষ বাহিনী 'কে' ফোর্স, 'এস' ফোর্স এবং 'জেড' ফোর্স গঠন করা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার সশস্ত্রযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মনে-প্রাণে ধারণ করেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ এবং সম্মুখ সমরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিজেদের নিয়োজিত করে। অবশেষে এযুদ্ধে পরাজয় মেনে নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয় এবং প্রায় দুই লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হয়। মুক্তিযুদ্ধোকে সংগঠিত করা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা, দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের খবরা খবর প্রদান এবং সর্বোপরি দেশবাসীর মনোবল ধরে রাখার জন্য কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বেতার কেন্দ্র হতে খবর, কথিকা, গান, নাটক ইত্যাদি প্রচার করা হতো। এ বেতার কেন্দ্র হতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হতো, সবসময় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করা হতো, গণহত্যার বিবরণ তুলে ধরা হতো এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সহযোগিতা কামনা করা হতো। প্রচারিত প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুর উল্লেখ থাকতো, বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি থাকতো এবং বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত হতো, বঙ্গবন্ধুর নামে উদ্দীপনামূলক গান বাজানো হতো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। সেসকল গানের মধ্যে ছিল- লক্ষীকান্ত রায়ের লেখা 'স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের পরিত্রাতাকে? সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আজ ভাগ্য বিধাতা কে? একটি সুতোয় কে দিয়েছে বেঁধে বাঙালীর অন্তর? সেতো শেখ মুজিবুর! ধন্য হে মুজিবুর!' গৌরি প্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও অংশুমান রায়ের গাওয়া বিখ্যাত গান 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'। এই গানটির জনপ্রিয়তা এখনও আকাশচুম্বী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির সাহসের

প্রতীক। তাই কিংবদন্তী শিল্পী আব্দুল জব্বারের কণ্ঠে 'মুজিব বাইয়া যাওরে, নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাওরে মুজিব, বাইয়া যাওরে। ও মুজিবরে, ছলে বলে চব্বিশ বছর রক্ত খাইলো চুষি, জাতিরে বাঁচাতে যাইয়া মুজিব হইল দোষিরে------'। গানটি মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম অনুপ্রেরণা। গীতিকার শ্যামল গুপ্তের কথায় এবং বাপ্পী লাহিড়ীর সুরে আব্দুল জব্বারের গাওয়া 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি নাম, মুজিবর, মুজিবর, মুজিবর। সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম- জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।' জনাব হাফিজুর রহমানের কথা ও সুরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের গাওয়া সমবেত কণ্ঠের গান 'আমার নেতা শেখ মুজিব, তোমার নেতা শেখ মুজিব' গানটিও উদ্দীপ্ত করে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশের মানুষকে। গৌরি প্রসন্ন মজুমদারের লেখা এবং শ্যামল মিত্রের সুর ও গাওয়া 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রীষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি সবাই বাঙালি।' গানটিও মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যোগায়। শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের গাওয়া 'বলতো বাংলাদেশের জাতির পিতা কে, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।'- গানটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। একাত্তর সালে আবদুর রহমানের লেখা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি গানের প্রথম তিন লাইন 'বাংলার দুর্জয় জনতা- মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায়- ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।' শিল্পী মান্না দে'র কণ্ঠে আর একটি গান 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা- তোমায় নমস্কার। মুজিবর এই নামের পতাকা উড়াইলাম এবার- তোমায় নমস্কার।' - এ রকম আরও গান সে সময়ে রচিত হয়েছে।

গানের সুর ও কথার আবেদনে এ সকল গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং মানুষের মুখে মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হতো। এখনও এই সব গান যখন শুনি আমাদের মন চলে যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবদীপ্ত ঐতিহাসিক দিনগুলোতে এবং এ গানগুলো শুনে শুনে মনে হয় বঙ্গবন্ধু সামনে এসে এখনও নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসছেন তখন মো. আবিদুর রহমানের কথায়, সুধীন দাসগুপ্তের সুরে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে- তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়, তুমি আজ, ঘরে ঘরে এত খুশী তাই, কি ভালবাসি তোমায় আমরা' গানটি মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ফিরে আসার আনন্দ অনুভূতি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকাশ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও এ বেতার কেন্দ্রের একদল শিল্পী ট্রাকে করে সীমান্তবর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙা রাখার জন্য ক্যাম্পে ক্যাম্পে উল্লিখিত গানসমূহ পরিবেশন করতেন এবং মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার বহুদিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পরিবেশিত গানের ভিডিও ক্লিপ সংগ্রহ করে 'মুক্তির গান' ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেলে আমরা তা দেখতে পাই। এ সকল গানই বলে বঙ্গবন্ধুর নামে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়েই এ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন এবং দুই লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন। পুরো নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- বাংলাদেশের মানুষ একদিকে দেশ স্বাধীন করার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে মরণপণ লড়াই করেছে, অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুকে অক্ষত ফিরে পাওয়ার জন্য সারা বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি করে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিজে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ সফর করে সে সকল রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধানদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন কামনা করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে যাতে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা না হয় তার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্টপ্রধান/ সরকার প্রধানকে পত্র মারফত একই অনুরোধ জানান। প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিদেশে বাংলাদেশের বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করেন, ঐ সকল দেশের নাগরিক ও সরকারকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে অবহিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের অনুরোধ জানান। একই সাথে বঙ্গবন্ধুকে যাতে পাকিস্তান সরকার প্রহসনের বিচার করে ফাঁসি দিয়ে হত্যা না করে এবং নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয় সেজন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানান। এভাবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দু'টি কাজ ছিল- একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করা, অপরটি বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, পাশাপাশি দেশের অধিকাংশ মানুষ বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচানোর জন্য, মুক্তির জন্য মসজিদ, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি উপাসনালয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করেছে। বহু মানুষ দিনের পর দিন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য রোজা রেখেছে। বিশেষ করে দেশের মা-বোনেরা নিয়মিত রোজা রাখতো এবং বঙ্গবন্ধুর প্রাণ ভিক্ষা চাইতো। ঐ সময়ে দেশের স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি- এছাড়া বাংলার মানুষের অন্য কোন ভাবনা ছিল না। তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের জীবনের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিক্ষা চেয়েছে। এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। একজন নেতার জন্য কোটি কোটি মানুষের এত ভালবাসা, এত প্রার্থনা, এত শুভকামনা আর কোথাও দেখা যায় নি। বঙ্গবন্ধুর জন্য বাংলার মানুষ কেঁদেছে, আবার বঙ্গবন্ধুর জন্য বাংলার মানুষ হেসেছে। তাই বঙ্গবন্ধুর নামে যেমন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে, তেমনি বঙ্গবন্ধুর নামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। ■

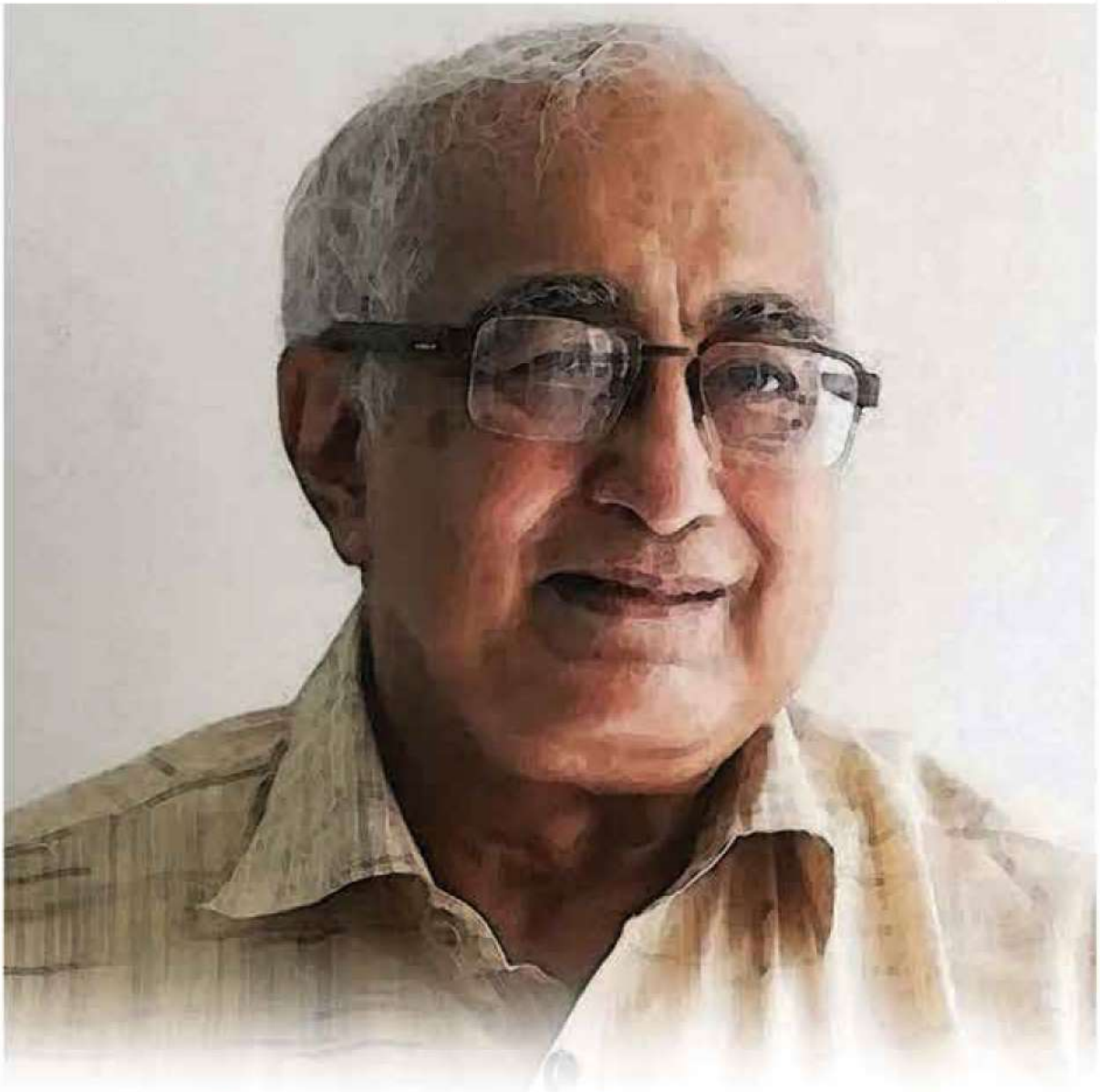

জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সঙ্গে কিছু স্মৃতিকথা

প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি

১৯৬৯ সালের রক্তঝরা উত্তাল দিনগুলোতে আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ২য় বর্ষে আমাদের বিভাগগুলো ভাগ করা হয়। আমি পুরকৌশর বিভাগটি বেছে নেই। পুরকৌশল বিভাগে যেসব শিক্ষক আমাদের পড়াতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন,– ড. হাসনাত, ড. ইউসুফ জাই, ড. রাজীব, ড. মো. শাহজাহান, ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. সোহরাব, ড. আলী মূর্ত্তজা প্রমুখ। ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী আমাদের দুটো বিষয় পড়াতেন। স্ট্রাকচার ও কম্পিউটার এই দুটি বিষয় পড়াতেন। একদিন ক্লাসে আমাদের স্ট্রাকচার পড়াচ্ছিলেন, সেদিন স্ট্রাকচারের একটি অংক ক্লাসে আমাদের করতে দিয়েছেন। সেই সময়ে এখনকার মতো ক্যালকুলেটর এর প্রচলন ছিলো না। আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য স্লাইড রুল ব্যবহার করতাম। ঐ অংকটা স্লাইড রুল দিয়ে হিসাব করে শেষ করতে আমাদের প্রায় আধাঘন্টা সময়

লেগে গেল। ড. জামিলুর রেজা স্যার ঐ অংকটা বোর্ডে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে রেজাল্ট বোর্ডে লিপিবদ্ধ করলেন। যা আমাদের সময় লেগেছিলো ৩০ মিনিট। তিনি অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষক ছিলেন। যার জন্য আমরা বন্ধুরা তাঁকে 'কম্পিউটার' হিসেবে সম্বোধন করতাম। সে সময় যে কম্পিউটার আমরা দেখেছি তা অনেক বিশাল ছিলো– বড় বাক্সের মতো। এখন যে ছোট কম্পিউটার– ল্যাপটপ তা তখন ছিলো না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দুটিমাত্র কম্পিউটার ছিলো। একটি বুয়েটে অন্যটি আনবিক শক্তি কমিশনে। আনবিক শক্তি কমিশনের অফিস ছিলো বাংলা একাডেমির পাশে। সে সময় কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ছিলো না। কম্পিউটার একটি সাবজেক্ট ছিলো মাত্র। এবং এই সবজেক্টেরই শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং খুবই মেধাসম্পন্ন ছিলেন। প্রত্যেকটা ছাত্রের নাম তার মুখস্থ ছিলো। প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকতেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলার সঙ্গেও তিনি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। বন্ধুসুলভ আচরণ ও ওনার কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা তাঁকে বন্ধু হিসেবেই গণ্য করতাম।

বুয়েটের যে কয়েকজন শিক্ষক আইইবি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. আনোয়ার হোসেন, ড. আনোয়ারুল আজীম, ড. সফিউল্লাহ, ড. মো. শাহজাহান, ড. শামীম উজ্জামান বসুনিয়া অন্যতম। জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৯২-১৯৯৩ সালে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, ওনার সঙ্গে সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. এম এ কে আজাদ।। উনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ওনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আইইবিকে প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশনে রূপান্তরের বহুমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। আমি ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বুয়েট থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে বের হই। ১৯৭৪ সাল থেকেই আমি আইইবি'র নানা কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হই। আমি কয়েক মেয়াদে কাউন্সিল মেম্বার, দুইবার সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, তিন মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক মেয়াদে ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, এবং ২০১১-২০১২ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। আমার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যখনই আইইবির কোন কাজে ওনার দ্বারস্থ হয়েছি, উনি হাসিমুখে সেই কাজগুলো করে দিয়ে আইইবিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা, অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড প্রতিষ্ঠা, বিপিইআরবি প্রতিষ্ঠা, সেফটি বোর্ড প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। আজকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন যে পর্যায়ে এসেছে তার জন্য ওনার অবদান অনস্বীকার্য। ওনার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আইইবি কনভেনশনে ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী স্মৃতি বক্তৃতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমি রাজউকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওনার সঙ্গে মত বিনিময় করি। ওনি সব সময় আমার পাশে ছিলেন এবং সবসময় সৎ উপদেশ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এখানে দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রস্তুতকালীন সময়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন এটি নিরসনকল্পে আমি অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে অনুরোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ড্যাপ রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছয়মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি কমিটির মাধ্যমে ড্যাপটাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন। ঢাকা শহরের জন্য ইতিহাসে এটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর বিশ্বজুড়ে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের ধস নেমে এসছিলো। সে সময় গার্মেন্টস সেক্টরের ধস থেকে উত্তরণের জন্য আমি ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, এবং তৎকালীন বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট আতিকুল ইসলাম বর্তমানে ঢাকা উত্তর এর মেয়র, ফজলে আজিম, প্রাক্তন এমপি, নোয়াখালী হাতিয়া, বুয়েটের শিক্ষক ড. মেহেদীসহ রাজউকে একটি সভা আহ্বান করি। সেই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেসব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর রাজউকের অনুমোদন ছিলো না, বুয়েটের নেতৃত্বে একটি হাই পাওয়ার টেক্‌নিক্যাল কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে পোস্ট-পেক্টর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। তারই প্রেক্ষাপটে বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টর ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে আমাদের গার্মেন্টস খাত একটি অবস্থান তৈরী করেছে। এখানে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর অনন্য ভূমিকা ও সৃজনশীল মেধা কাজ করেছে।

রাজউককে আধুনিকায়ন করার জন্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে আমি চেয়ারম্যান থাকাকালীন একটি কমিটি গঠন করি। এখানেও তিনি দূরদর্শী ও অনন্য মেধার স্বাক্ষর রাখেন।

জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রকৌশলী সমাজ ও দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা মেটানোর মতো বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওনার মতো সমপর্যায়ের কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ওনার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে যেন জান্নাতবাসী করে এই প্রার্থনা করছি। ■

বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য কিছু বাণী

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা : প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

* বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।
* সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি সব হারাতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারি না।
* দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি কান্না সুখ দুঃখকে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।
* বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
* সরকারি কর্মচারীদের আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আপনাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।
* স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।
* বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবেই।
* বাংলাদেশে পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।
* রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হচ্ছে : নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।
* মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।
* সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতি।
* দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।

আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

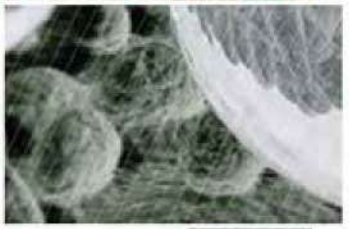

আইইবি সদর দফতর সংবাদ

শেখ রাসেল দিবস পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৮-১০-২০২১খ্রি. তারিখে শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মম নৃশংস বর্বর হত্যাকান্ডে শিকার হন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন হত্যাকান্ড দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না। মাত্র দশ বছরের শিশুকে বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে সকালে বনানী কবর স্থানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার মাধ্যমে শিশু রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি'তে) রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেলের ছবি সংবলিত কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভা শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি বলেন, শহীদ শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়ে ছিলেন। সেই শিশু রাসেল যার মধ্যে অপার সম্ভাবনা ছিলো। ১০ বছরের শেখ রাসেলকে আমরা যতটুকো জেনেছি বুঝেছি, একটি অপর সম্ভাবনা আমরা হারিয়েছি/বাংলাদেশ হারিয়েছে। শেখ রাসেলকে আগামী প্রজন্মের কাছে, শিশুদের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করার জন্য শেখ রাসেল দিবস পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের সরকার। সেই উদ্যোগকে সফল করতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) আজকের আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। আজকের "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার সভাপতি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি বলেন, আমি বা আমরা যখন বুঝতে শুরু করেছি এর পরপরি শেখ রাসেল শহীদ হয়েছেন। আমাদের সামনে একটি ক্ষতবিক্ষত ইতিহাস ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে হত্যাকন্ড ঘটিয়ে ছিলো তাতে শুধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয় নি, স্বাধীনতাকে বিকৃত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের হত্যাকান্ডের বিচারতো করতে দেয়া হয় নাই বরং তাদেরকে সম্মান দিয়ে বিভিন্ন স্থানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের সাধারণ ক্ষমা

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের জন্মদিনে আইইবি নেতৃবৃন্দদের পুষ্পস্তবক অর্পণ

করে ছিলেন এটা ভূল বঙ্গবন্ধু অপরাধিদের কে ক্ষমা করেন নাই বরং দালালাইন আইন পাশ করে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে জিয়াউর রহমান সেটা বাতিল করে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরবর্তীতে সংবিধান তৈরী করেছিলো সেটা জিয়াউর রহমান ক্ষতবিক্ষত করেছে একই ভাবে এরশাদ, খালেদা জিয়া বিকৃত করেছেন। বাংলাদেশে মেগা প্রজেক্ট নিয়ে কেউ ভাবতেই পারেন নাই সেই মেগা প্রজেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন। বাংলাদেশ বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল আর এই উন্নয়নের জন্য প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর রাস্তা, ব্রিজ, কালভাট ইত্যাদি নষ্ট হয়ে ছিলো সেগুলো সেই সময়ের প্রকৌশলীরা নির্মাণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিন নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। শেখ রাসেলকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার জন্য শেখ রাসেল দিবস পালন করা হচ্ছে। শেখ রাসিল দিবস ১৮ অক্টোবর ঘোষণা করার জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে ঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যাকান্ড চালায় সর্বশেষ হত্যা করা হয় শেখ রাসেলকে। শেখ রাসেল বলেছিলেন আমি মায়ের কাছে যাবো ঘাতকেরা মায়ের কাছে নেয়ার কথা বলে নির্মমভাবে হত্যা করেন। যারা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত তাদের বিচার দাবি করেন এবং যাদের বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়েছে রায় কার্যকর করা হয়নি বিদেশে পালিয়ে আছে তাদের ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানান। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন উক্ত আলোচনা সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা জানান। শেখ রাসেলের এই জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস ২০২১ হিসাবে পালিত হচ্ছে। আজকের আলোচনা সভার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, জয়ল্লাস ও আত্মবিশ্বস। বঙ্গবন্ধু তার ৫৫ বছর জীবনে বাংলাদেশকে জয়ল্লাস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ২১ বছর আমরা অন্ধকারে ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতায় আসার পর আবারো ফিরে পেলাম জয়ল্লাস ও আত্মবিশ্বাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সহ তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ রাসেল মাত্র ৪র্থ শ্রেণীতে পড়তো এই ছোট শিশুকেউ তারা হত্যা করছে কি দোষ ছিলো এই শিশুটির। আজ বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত দেশে পরিণত করতে শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় কাজ করছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীরা কাজ করছেন এবং কাজ করে যাবেন বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন উক্ত আলোচনা সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা জানান। শেখ রাসেল বেচে থাকলে হয়তো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী থাকতেন। শেখ রাসেল ছোট বেলা থেকেই প্রাণবন্ত ছিলো, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বলেছিলেন তোমার বাবাকে গয়েন্দারা ২৮ বছর বয়সে খুজতে শুরু করেছে আর তোমাকে ১.৫ বছর পর থেকেই । শেখ রাসেল এর গৃহ শিক্ষক গিতা আপা বলেছেন তিনি যখন রাসেলকে পড়াতে যেতেন তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখলেই তিনি দাড়িয়ে যেতেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ধরে বসিয়ে দিতেন এবং বলতেন আপনি শেখ রাসেলের শিক্ষক মানে আমারও শিক্ষক।

স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

শেখ রাসেল পড়া শুরুর আগে তার ম্যাডামকে নাস্তা না করানো পর্যন্ত পড়তে বসতেন না, নাস্তা হলে তার পরে পড়তে বসতেন। শেখ রাসেল স্কুলে পড়ার সময় সকলের সাথে নিজে গিয়ে কথা বলতেন এবং শিক্ষকদের সম্মান করতেন। শেখ রাসেল-এর জন্মদিন পালন করার মধ্যে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আইইবি। আজ বাংলাদেশ উন্নত আধুনিক হয়েছে তার মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন এই প্রকৌশলীরা। বাংলাদেশকে আরো আধুনিক করতে প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন। বাংলাদেশর প্রকৌশলীরা পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখন উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের প্রকৌশলীরাই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ অতিথি, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন নির্মম হত্যাকান্ড দ্বিতীয়টি আর নেই। যারা স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নাই তারাই হত্যাকান্ড চালিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ভেবে ছিলো বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করা সম্ভব হবে কিন্তু আল্লাহর রহমতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা বেচেঁ থাকায় তাদের সেই নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে পারে নাই। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে রোল মডেল আজ বাংলাদেশ জিডিপিতে অনেক এগিয়েছে এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা রুখে দেয়ার জন্য রাজাকারদের উত্তরসুরিরা চেষ্ঠা করছে তিনি, এই অগ্রযাত্রা বহাল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান করেন।

বিশেষ অতিথি, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে "স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের সাধারণ ক্ষমা করলেও রাজাকাররা বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমা করেন নাই যার জন্য তাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সহ স্বপরিবারে হত্যা করেন। আমরা রাজাকারদের বিচার করতে পারলেও তাদের উত্তরসুরিদের বিচার করা সম্ভব হয় নাই। রাজাকারদের উত্তরসুরিদের থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা। সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার। এছাড়াও কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরের পক্ষ হতে বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২১ উপলক্ষে রায়ের বাজার স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. আরোও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী

আইইবি'র নেতৃবৃন্দদের রায়ের বাজার স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবস-২০২১ উপলক্ষে নব নির্মিত স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী নুরুজ্জামান।

আইইবি'র নেতৃবৃন্দদের নব নির্মিত স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

আরোও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার সহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

"বঙ্গবন্ধু ও মহান বিজয়ের তাৎপর্য" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে 'বঙ্গবন্ধু ও মহান বিজয়ের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু ও মহান বিজয়ের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব-উল-অলম হানিফ এমপি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে সংঘটিত গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও, একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনো আমরা পাইনি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছি এবং একই সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি কে গণহত্যার ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নশীল দেশের রোল মডেল হিসেবে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও বিএনপি-জামায়াত চক্র আমাদের সকল অর্জনকে ম্লান করতে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে সচেতন থাকতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার কাজে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ থাকতে হবে।

আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্স (বিইউপি) এবং সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, আমাদের নানা বৈষয়িক সমৃদ্ধি হয়েছে, তবে নৈতিক ও মানবিক দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। পাকিস্তানি হানাদারদের আমরা পরাজিত করতে পেরেছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধ অপশক্তিকে

বঙ্গবন্ধু ও মহান বিজয়ের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

আমরা আজও পরাজিত করতে পারি নি। আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা সেটিই প্রমাণ করে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চাই। পরবর্তী প্রজন্মকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাতকে শক্তিশালী করে জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলায় সামাজিক ও সাংকৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, আগামীতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে যেন বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে সেই জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে তোলা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি সেবাসমূহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

আমরা স্বপ্ন দেখি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার সুযোগ্য আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর নেতৃত্বে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে শুধু ইকোনমিক ও পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসি নয়, সায়েন্স ডিপ্লোমেসি ও টেকনোলজিক্যাল ডিপ্লোমেসিতেও আগামী দিনে বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে এবং এর মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। আলোচকবৃন্দ ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, আইইবি'র ভাইস- প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা। সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান।

ACECC এর ৪১তম ECM অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৪১ তম Executive Committee Meeting (ECM) অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ২৩-২৫ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ASCE-এর প্রধান কার্যালয় Washington DC তে অনুষ্ঠিত হয়, যাহার আয়োজক ছিল American Society of Civil Engineers (ASCE)। উল্লেখ্য যে, ৩ দিনের Video Conference টি 'Zoom' system এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। IEB এর পক্ষ থেকে সাত জন সদস্য সভাটিতে অংশগ্রহণ করেন যারা হলেন, সর্বজনাব প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, প্রকৌশলী মো. শাহাদত হোসেন (শীবলু), ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমদ নূর, ড. প্রকৌশলী এ. এফ. প্রকৌশলী এম সাইফুল আমিন, প্রকৌশলী মো. দিদারুল আলম ও আব্দুল মালেক সিকদার প্রমুখ। সভাটিতে সবকটি Member Society (১৫টি) অংশগ্রহণ করে। এছাড়া observer হিসেবে সদ্য যোগদানকারী Engineering New Zealand সভায় উপস্থিত ছিল।

১ম দিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ

Video Conference টি বাংলাদেশ সময় সকাল ১০:০০ টায় আরম্ভ হয়। যেখানে পর্যায়ক্রমে 30th TCCM (Technical Coordination Committee Meeting) এবং 35th PCM (Planning Committee Meeting) দু'টি অনুষ্ঠিত হয়। TCC (Technical Coordination Committee) এর Chair Dr. S.D. Sharma-র স্বাগত ভাষণের সাথে সভাটি আরম্ভ হয়। সভায় Agenda মোতাবেক সকল বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল– সকল Technical Committee (TC-14 to TC-27) এর Activity Reports, নতুন TC কমিটি অন্তর্ভুক্তের প্রস্তাব এবং কোন চলমান TC এর স্থগিত করণ ইত্যাদি। JSCE কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন TC-28 হিসেবে "Application on Monitoring Technology for Intrasture Maintenance" টি সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর Planning Committee Meeting টি সংশ্লিষ্ট কমিটি'র Chair Dr. Rajendar Ghai-এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। Ageenda wise যে সকল বিষয়াদি আলোচিত হয়। গত PCM (34th) ও এর অনুমোদন, ACECC এর ৫টি strategic plan এর বাস্তবায়ন এবং observer হিসেবে নতুন যোগদানকৃত New Zealand Engineering-এর অন্তর্ভুক্তি করণ ইত্যাদি। এছাড়া, আলোচিত বিষয়াদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল- Secretariat Report, ACECC FLF

জুম ক্লাউডের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের একাংশ

Activity update, ACECC Awards, CECAR9 update Ges Plan for hosting 42nd, 43rd and 44th ECM by HAKI, ICE(1) এবং KSCE ইত্যাদি। উপরোক্ত সভা দু'টির মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শোহেল বশীরের সভাপতিত্বে Finance Committee Meeting টি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিস্তারিত আলোচনার পর সকল Member Society কর্তৃক item-wise ব্যয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হলে তা বিস্তারিত আলোচনার পর যথারীতি অনুমোদন করা হয়।

২য় দিন ২০ শে সেপ্টেম্বর ঃ

সভাটি সকাল ১০:৩০মিনিটে আরম্ভ হয়, যেখানে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত TCCM ও PCM এর কার্যবিবরণী ২টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এরপরে অনুষ্ঠিত হয় 41st Executive Committee Meeting (ECM) টি যেখানে সকল ACECC Activities এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক প্রয়োজন মোতাবেক কার্যক্রমের approval প্রদান করা হয়। অতঃপর পর পর ২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়াদি হলো- TC-17 কর্তৃক Code of Ethics Ges TC-14 কর্তৃক Status of Sustainable Infrastructure in ACECC Countries। অন্তিমে, Future Leader Forum (FLF) কর্তৃক Innovation in Civil Engineering from Asia উপস্থাপিত ৪টি paper এর মধ্যে একটি (Innovation in Different Sectors of Civil Engineering in Bangladesh) IEB সদস্য গং-Humaira Binte Hasan উপস্থাপন করেন যা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিতব্য ৩.৩২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের দক্ষিণ এশিয়ার ১ম under water টানেলটির construction technique, নির্মাণশৈলী ও সকল কারিগরি দিকগুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যবর্গের সুনাম কুড়ান। সেমিনার শেষে ACECC Coordinator MsLaura কর্তৃক সকল সদস্যদের সমন্বয়ে zoom এর মাধ্যমে group photo তোলার পর সফল কনফারেন্সটির পরিসমাপ্তি হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মালম্বীদের মন্দির, বাড়ি ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় আইইবি'র তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মালম্বীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজা উদযাপনকালীন দেশের একটি কুচক্রিমহল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পূজা মন্ডপ, মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। সর্বশেষ তারা পরিকল্পিতভাবে রংপুর জেলার পীরগঞ্জের মাঝিপাড়ায় সনাতন ধর্মালম্বীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে মাঝিপাড়ার ১৮টি পরিবার'কে নিঃস্ব করে দিয়েছে। তাদের এই সকল ঘৃণ্য কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) তীব্র নিন্দা ও জোরালো প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মভীরু কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচারকারীদের চিহ্নিত করে সাম্প্রদায়িক হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, আইইবি সদর দপ্তরের সামনে প্রকৌশলীদের মানববন্ধন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় প্রকল্পের মূল্যায়নে জেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করায় প্রকৌশলীদের মানববন্ধন। মানববন্ধনে প্রকৌশলীরা বলেছেন, প্রকৌশলীদের কাজের ও প্রকল্পের মূল্যায়নে একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নতুন করে একজন নন-টেকনিক্যাল ব্যক্তিকে মূল্যায়নের দায়িত্ব দিলে তা সঠিক না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এতে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হবে। প্রকৌশলীদের মধ্যেও কাজের স্পৃহা হ্রাস পাবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এই আদেশ একেবারেই বাস্তবতাবিবর্জিত।

এমনটা হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আরও বাড়বে। এতে কাজের মানেরও অবনতি হবে। অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ বাতিলের দাবিতে সারাদেশে প্রকৌশলীরা মানববন্ধন করেন। রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে মানববন্ধন করেছেন প্রকৌশলীদের সংগঠন ও প্রকৌশলীরা। ঢাকায় প্রকৌশলীরা শাহবাগ মোড় থেকে আইইবি, মৎস্য ভবন, গণপূর্ত হয়ে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত সড়কে মৌনভাবে মানববন্ধন করেন। শত শত প্রকৌশলী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিভিন্ন সংস্থা-দপ্তরের প্রকৌশলীদের সংগঠন এ কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে। পরে আইইবির পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এই আদেশের ফলে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড বিলম্বিত হবে। প্রকৌশল দপ্তরের প্রকল্পগুলো মাঠ পর্যায়ে সাধারণত নির্বাহী প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাধায়ক প্রকৌশলীরা এসব কাজ সরাসরি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকেন। প্রধান প্রকৌশলী বা সংস্থা প্রধানের দপ্তরের প্রকল্পগুলো মনিটরিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট সেল রয়েছে যেখান থেকে সারাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

মানববন্ধনে আইইবি'র নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ

এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম সরেজমিন সাইট ভিজিট করে। সংশ্লিষ্ট সচিব মাসিক এডিপি রিভিউ সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে প্রকল্পের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকেন। তদুপরি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন বিভাগ নিয়মিত প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এরপর এ ধরণের অফিস আদেশ অনাকাঙ্খিত। অবিলম্বে এই আদেশ বাতিল করতে হবে। এছাড়াও আদেশ বাতিলের দাবিতে দিনাজপুর, মাগুরা, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সিলেট, জামালপুর, জয়পুরহাট, সুনামগঞ্জ, পিরোজপুর, বাগেরহাট, রংপুর, নওগাঁ, নরসিংদী, নেত্রকোণা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, আশুগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকৌশলীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এই কর্মসূচিতেও অবিলম্বে অফিস আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়।

পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি মহোদয়ের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা সভায় আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা সহ উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌলশী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে আইইবি বদ্ধ পরিকর।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আইইবি'র নেতৃবৃন্দসহ

ফরহাদ হোসেন এমপি'র সাথে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের আলোচনা

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে অদ্য ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ

হোসেন এমপি, জনপ্রশাসন সচিব এবং আইএমইডি সচবি মহোদয়ের সাথে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো আবদুস সবুর, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসনে (শীবলু), পিইঞ্জ. ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার সহ আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

আলোচনায় খুব শীঘ্রই এই আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গণ আইইবি নেতৃবৃন্দদের আশ্বস্ত করেছেন একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ ও দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও আইইবি' নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হবে। এই বিজয় প্রকৌশলীদের বিজয়। প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে আইইবি বদ্ধ পরিকর।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও অমর একুশে উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র নেতৃবৃন্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস- প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডাব্লিউ)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, এবং ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যগণ। শোকার্ত পরিবেশে প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ পুষ্পসিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আইইবি'র নেতৃবৃন্দদের নব নির্মিত স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

০৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র উদ্যোগে ০৭ মার্চ ২০২২ খ্রি. ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ উপলক্ষে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস- প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী,

সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এম. এম. সিদ্দীকি, পিইঞ্জ., প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, এস. এম. মুসলিম উদ্দীন ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন পালন

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র নেতৃবৃন্দ সকালে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস- প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। এছাড়াও উপস্থিত মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক), ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ আইইবি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২২ খ্রি. মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ ২৬ মার্চ ২০২২ ভোরে একটি দল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং আরেকটি দল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশা. ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশা. ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। এছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ আয়োজন

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ৪টি গ্রুপে সাজানো হয়, ১. গিগাবাইট ২. সাটলার ৩. স্মেসার ৪. স্প্রিড স্টার ৪টি গ্রুপে মোট ৪০ জন্য প্লেয়ারে ২০টিম অংশগ্রহণ করেন। ১ম পর্বের খেলা ১৪-০৩-২০২২খ্রি. শুরু হয়ে ১৭-০৩-২০২২খ্রি. শেষ হয়। কুয়াটার ফাইনাল খেলা ২১ মার্চ ২০২২খ্রি. শুরু হয়ে ২২ মার্চ ২০২২খ্রি. শেষ হয়। সেমিফাইনাল খেলা ২৩ মার্চ ২০২২খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরমানুল কবির ও প্রকৌশলী আব্দুল্লা আল মামুন এবং প্রকৌশলী মোহাম্মদ আসাদ হোসেন ও প্রকৌশলী মো. মিলন জয়ী হয়ে ফাইনালে যান।

ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ ও বিজয়ী ও রানার আপ প্রতিযোগী

২৪ মার্চ ২০২২খ্রি. ফাইনাল খেলা আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান ইআরসি ঢাকা, ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান (সান্টু), সাধারণ সম্পাদক, ইআরসি ঢাকা, আইইবি। আহব্বায়ক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সদস্য-সচিব, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদ হোসেন, সেক্রেটারী (ইনডোর এন্ড জীম) ইআরসি ও ভাইস-চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ফাইনাল খেলাটি ০৭:০০ টায় আরাম্ভ হয়। ফাইনাল খেলা সকলেই করতালির মধ্যে দিয়ে উপভোগ করেন, ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ান হন, প্রকৌ. মোহাম্মদ আরমানুল কবির ও প্রকৌ. আব্দুল্লা আল মামুন এবং রানার আপ হন প্রকৌ. মোহাম্মদ আসাদ হোসেন ও প্রকৌ. মো. মিলন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মো. নূরুল হুদা বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলায় যারা শ্রম ও মেধা দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলাটি প্রতিবছর আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট এর আজকের ফাইনাল খেলাটি মনমুগ্ধকর ছিল। উভয় দলই ভালো খেলেছেন খেলায় জয় পরাজয় আছে যারা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন আর যারা রানার আপ হয়েছেন দুই দলকেই তিনি অভিনন্দন জানান।

৬৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯ মার্চ ২০২২ খ্রি. (০৫ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ), বিকেল ০৩.০০ টায় আইইবি মিলনায়তন, রমনা ঢাকায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে স-শরীরে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিলো নিম্নরূপ।

১. আইইবি'র ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা'র পরবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণকারী মরহুম সদস্য/প্রকৌশলীদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ;

২. আইইবি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ২০২১ সালের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

৩. আইইবি সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির ২০২১ সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

৪. আইইবি'র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিটরস রিপোর্ট উপস্থাপন ও অনুমোদন;

৫. আইইবি'র ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রকৃত ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদ।

৬. আইইবি'র ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রকৃত ও

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৭. আইইবি'র ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিটরস নিয়োগ এবং নিরীক্ষা ফি নির্ধারণের বিষয়ে বিবেচনা;
৮. আইইবি'র গঠনতন্ত্র ও বাইলজ সংশোধনীর প্রস্তাবনা অনুমোদন;
৯. সভাপতির অনুমতিক্রমে যে কোন বিষয়।
সভার শুরুতে ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তীতে মৃত্যুবরণকারী মরহুম প্রকৌশলীদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ। এরপর আইইবি'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিতে প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আলোচ্য বিষয়সমূহ একে একে অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে প্রতিবেদনসমূহ অনুমোদিত হয়।

আইইবি'র ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি এবং আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয় বার্ষিক সাধারণ সভার শেষ পর্যায়ে ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইইবি'র নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও সদর দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের বর্ণাঢ্য নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মার্চ মাসের তাৎপর্য

মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মার্চ মাসের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ২৮ মার্চ ২০২২, সোমবার বিকালে আইইবি কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. এন্ড আন্ত.), আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশা. এন্ড অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মার্চ মাসের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভায় অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, তার বক্তব্যে বলেন, 'মার্চ আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মাস।' তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত আধুনিক বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে তা কেউ রুখতে পারবে না।

বিভাগীয় সংবাদ

পুরকৌশল বিভাগ

"Surfside, Florida Building Collapse of June 2021 and ACI 318 Building Code Requirments for Structural Concrete" শীর্ষক সেমিনার

০২ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১১ : ০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি তার বক্তব্যে, বিজয়ের মাসে প্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির রূপকার,

বাঙালি জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে এবং ১৫ আগস্ট রাতে নিহত সকল শহীদদের প্রতি। আজকের সেমিনারের মুখ্য আলোচক তার উপস্থাপনায় অনেক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্যার সমাধান আশাকরি তিনিই বলে দেবেন। আজকের সেমিনারের সভাপতি বললেন, প্রকৌশলীদের কাউন্সিল নেই বা গঠন করা হয় নাই, গঠন করার জন্য আবেদন করছেন। এটি বর্তমান সময়ের জন্য যুযোপযুগি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট উপস্থাপন করবো। ভৌগলিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ। বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যেমন ময়মনসিংহ এবং ঢাকা। সিলেটে ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা কম। এসকল বিষয় খেয়াল রেখে ভবন নির্মাণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি টেকসই জনবসতি গোড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সাবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গিকার। এই অঙ্গিকার বাস্তবায়নের পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি ইতোমধ্যে রাজধানী ঢাকা টেকসই উন্নয়নের মধ্যে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি আজ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আজ ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। দেশ সল্প উন্নত থেকে উন্নত হতে চলেছে। অর্থনৈতিক সফলতার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। সকলের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে সরকার সকল লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. সত্যেন্দ্র কুমার ঘোষ (এস. কে. ঘোষ), কনসালটেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল কোড কাউন্সিল এবং প্রেসিডেন্ট এস. কে. ঘোষ এসোসিয়েটস, এলএলসি, যুক্তরাষ্ট্র।

বিশেষ অতিথি আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গেস্ট অব অনার, মুখ্য আলোচক এবং উপস্থিত সকল প্রকৌশলীবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আইইবিতে যে সকল সেমিনার আয়োজন করা হয় তার সুপারিশমালা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এই উন্নয়নকে পন্ড করার জন্য পাকিস্তানি দালাল চক্র চেষ্টা করছে, তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে দেয়া যাবে না। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালি করার জন্য তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক চলার আহ্বান করেন এবং সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

গেস্ট অব অনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর তার বক্তব্যে বলেন, পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেমিনারে উপস্থিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মুখ্য আলোচক এবং উপস্থিত সকল প্রকৌশলীবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের শ্রষ্ঠা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে এবং ১৫ আগস্ট রাতে নিহত সকল শহীদদের প্রতি। মুখ্য আলোচকাকে সুন্দরভবে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফ্লোরিডার দুর্ঘটনায় ৯৮ জন নিহত হয় এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ১১৩৪ জনের প্রাণহানি হয়। বাংলাদেশ পলী মাটির দেশ আমাদের ভবিষৎ ভাটিক্যাল এক্সটেনশনের কোন বিকল্প নেই। সেই ক্ষেত্রে জিও টেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্টাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং দেরও মূল্যায়ন করার কোন বিকল্প নেই। যেহেতু দেশ উন্নয়নের দিকে আগাচ্ছে সুতারাং উন্নয়নের সাথে কোড পারস্পারিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সাথে কোড আপগ্রেড করতে হবে উন্নয়নকে গতিশীল করতে হবে। কোডকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে তার বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধান অতিথিকে এই বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। ভবন নির্মাণের জন্য তিনি আর্কিটেকচার, প্ল্যানার প্রকৌশলীর যেমন দরকার আছে তেমনি জিও, স্টাকচারাল, প্লাম্বার, ফায়ার প্রকৌশলীদের দরকার আছে বলে মনে করেন। তবে তিনি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাল মানের কংক্রিট ব্যবহারের অনুরোধ করেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. বলেন, পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সেমিনার আয়োজন করার জন্য আইইবি সদর দফতর এবং তার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জানান আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। তিনি বলেন, বর্তমানে পিডব্লিউডি এর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু পিডব্লিউডি এর প্রধান প্রকৌশলীকে গ্রেড-১ প্রদান করা হলেও ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির গ্রেড দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ ৩য় কে ২য়, ৪র্থ কে ৩য় এবং ৫ম কে ৪র্থ শ্রেণি গ্রেড দেওয়া হয় নাই। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। তিনি সেমিনারের সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য সেমিনারের মুখ্য আলোচককে অনুরোধ করেন সুপারিশমালা আইইবিতে প্রেরণ করার জন্য। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শামীম আখতার এবং প্রকল্প পরিচালক এবং আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প রাজউক অংশ প্রকৌশলী আব্দুল লতিফ হেলাল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ

সেমিনার অনুষ্ঠানে অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

নূর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার মো. জিকরুল হাসান, পিইঞ্জ.। সঞ্চালন করেন, আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার অমিত কুমার চক্রবর্তী পিইঞ্জ., পিএমপি। এছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

Causes of Lightning & Thunder : safety Issues and Damage Minimization শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ১৮ নভেম্বর ২০২১খ্রি. বৃহস্পতিবার বিকেল ৩ : ০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে "Causes of Lightning & Thunder : safety Issues and Damage Minimization" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব ডা. মো. এনামুর রহমান এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বিশ্বে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে। দুর্যোগ দুই ধরণের হয়, মানুষের সৃষ্ট আর প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘুর্ণিঝড়, জ্বলচ্ছাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গণ, খরা, সত্যপ্রবাহ, ভূমিকম্প এবং বজ্রপাত আর মানুষেরসৃষ্ট দুর্যোগ হলো অগ্নিপাত আর ভবনধ্বস। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা সক্ষম হয়েছি। যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিশ্বে নজির স্থাপন করেছে। বজ্রপাতে নিরাপত্তা সমস্যা, ঝুঁকি ও ক্ষতি কমানোর উপায় নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করতে পারি নাই। তাবে আনন্দের বিষয় হলো বাংলাদেশে বিল্ডিং কোড পাশ হয়েছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিএনবিসির নির্দেশনা মোতাবেক করতে হবে। বিএনবিসি ভূমিকম্প রোধের জন্য ৭.৫ হেক্টারস্কেল মাত্রার নিচের ডিজাইন অনুমোদন দিবেন না। আমরা যদি বিএনবিসি কোড অনুস্মরণ করি তাহলে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির মাত্র কম হবে বলে তিনি মনে করেন। বজ্রপাত ২০১৬ সালে দুর্যোগের আওতায় আনা হয়। ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১০০ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন এটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বজ্রপাত বৃদ্ধি পাবার কারণ বৈশিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া। বজ্রপাত কমাতে বৈশিক উষ্ণতা কমাতে হবে। বজ্রপাত কমাতে তালগাছের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা সফল হয় নাই। আমরা এখন আধুনিক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। যখন কোনো দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া যায় তখন থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত থাকেন। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য তিনি সকলকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বার বার কল করেন যতখন না পর্যন্ত সকলকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া না হয় ততখন তিনি জেগে থাকেন। মেঘ কালো আকার ধারণ করার পরে গুড়িগুড়ি ডাক শুরু হয়, তার ৪০ মিনিট পর বজ্রপাত হয়। মেঘ থেকে গুড়িগুড়ি ডাক শুরু হলে সকলকে নিরাপদ স্থানে থাকার আহ্বান করেন। বজ্রপাত জনিত দুর্যোগ প্রশমনে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব ডা. মো. এনামুর রহমান এমপি প্রকৌশলী সমাজের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

গেস্ট অব অনার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দীর্ঘ ৫০ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্বের কাছে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত আধুনিক বাংলাদেশে পরিণত হবার স্বপ্ন নিয়ে প্রকৌশলীরা উন্নয়নের সহযাত্রী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের যে সকল জেলায় দুর্যোগ প্রবণতা বেশি সে সকল জেলায় আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতামত দেন। দুর্যোগ মোকাবেলার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে তবেই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। বৈশিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বজ্রপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বজ্রপাত কমাতে বৈশিক উষ্ণতা কমাতে হবে তার জন্য কাজ করতে হবে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকৌশলীসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। বিশেষ অতিথি, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান বলেন, দুর্যোগ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং কাজ

সেমিনার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে ভাবেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবন দেশ, এই দেশে দুর্যোগে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরে দুর্যোগ মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন যার ফলে বর্তমানে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে গেছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালি করার জন্য তিনি প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. বলেন, গত ০৮ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১৮০০ জন মানুষ মারা গেছেন। প্রতি বছর প্রায় ১৫০ জন মানুষ বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করছেন। আজকের সেমিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় দুর্যোগ পূর্ব কালীন, দুর্যোগ চলাকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী কালীন সময়ে কাজ করে থাকেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বুয়েটের, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার ইয়াসির আরাফাত, পিইঞ্জ.। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, আইইবি'র, অকুপেশনাল সেইফটি বোর্ড অব বাংলাদেশ (ওএসবিবি) চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. হাফিজুর রহমান, পিইঞ্জ.। সেমিনারে সভাপতি ছিলেন, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। ধন্যবাদ জানান, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন)। সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ হিরো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সদস্যবৃন্দ ও কেন্দ্র কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

"4th Industrial Revolation in Bangladesh : Education and Research Perspectives for Implementation of 'Vision-2041" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ০১ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. বুধবার বিকেল ৪ : ০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে "4th Industrial Revolation in Bangladesh : Education and Research Perspectives for Implementation of 'Vision-2041" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি তিনি বলেন, ২১০০ শতকের প্রযুক্তিকে আমাদের আয়োত্ত করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। আমারা গতানুগতিক পড়াশুনার মধ্যে আটকে আছি। আমাদের গবেষণা যত হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অমুল পরিবর্তন এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে স্নাতক থেকে মাস্টার্স করা হয়েছে। বিশ্বের কোথাও পিএসডি ডিগ্রি ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ হয় না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানের সাথে আপোশ করা যাবে না কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাংকিং-এ থাকছে না বলে অনেক সমালোচনা করা হচ্ছে। রাংকিং এর ক্ষেত্রে অনেকভাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। সঠিকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিশুদেরকে প্রযুক্তির শিক্ষা দিতে হবে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, ডুয়েটের সাবেক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাব ফেলবে কারণ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হবে প্রযুক্তি কেন্দ্রিক। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নত আধুনিক দেশে রূপান্তর করতে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান পৃথিবী আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছে বাংলাদেশ তার বাহিরে নয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তির গুরুত্ব বোঝেন বলেই বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এই করোনাকালীন সময়ে সমস্তবিশ্ব যেখানে থমকে গেছে বাংলাদেশ সেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে রুখে দারিয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ থকেনি। বাংলাদেশ আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশও উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করবেন।

বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সোনার বাংলাদেশের, সেই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ

বিনির্মাণে আজকের এই আধুনিক বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ তৈরি করেছেন। দীর্ঘ ২১ বছার পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে কম্পিউটারের উপর ভ্যাট ও ট্যাক্স মৌকুফ করার মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তির অবাদ ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। ২০০৯ সালে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন। ২০১৩ সালে তিনি থ্রি জি চালু করেছেন। এই থ্রি জি চালু করার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়েছেন। ২০১৮ সালে ফোর জি চালু করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেকে আরো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। ১ম, ২য়, ৩য় শিল্প বিপ্লব পাই নাই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সামনে উপনীত হয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান সজিব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে। ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত আধুনিক বাংলাদেশে পরিণত হবে।

সেমিনার বক্তব্যরত প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অমূল পরিবর্তন হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে ভার্চুয়ালি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১-৩ অর্জনকারীদের নিয়োগ দেওয়া হতো কিন্তু প্রজ্ঞাপনে মাস্টার্স উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রধান অতিথির নিকট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট পাশ করেই শিক্ষকতা করতে পারবে তার ব্যবস্থ গ্রহণ করার দাবি রাখেন। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ইঞ্জিনিয়ার মো. দেলোয়ার হোসেন মজুমদার । সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন)। সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ হিরো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহীবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রকৌশলীবৃন্দ।

কৃষিকৌশল বিভাগ

"Clean Energy Production from Agricultural Residues Available in Bangladesh : Development & Application" শীর্ষক সেমিনার

১২ অক্টোবর মঙ্গলবার বিকেল পাঁচ টায় আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে "Clean Energy Production from Agricultural residues Available in Bangladesh : Development & Application" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বলেন, কৃষিকে আধুনিক করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সালে খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ ভাগ নবায়নযোগ্য শক্তি তথা গ্রীণ এনার্জিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সার্কুলার কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার কথা ছিলো ২০১০ সালে কিন্তু হয়েছে ২০১৫ সালে। বাংলাদেশকে আধুনিক করার জন্য পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। রূপকল্প ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ আধুনিক উন্নত দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশে বায়োগ্যাস এর প্লান্ট ১ লক্ষ ৪০ হাজার আছে। খুলনা এলাকায় বায়োগ্যাস ৩-৪ বছর পর বন্ধ হচ্ছে। বায়োগ্যাসকে টেকসই করতে হবে। বায়োগ্যাস টেকসই করা জন্য প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। জিডিপিতে ভারত, পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে এগিয়ে। কৃষিকে আধুনিক করার জন্য তিনি গ্রীণ হাউজ টেকনোলজি ব্যবহার করার আহ্বান করেন। কৃষি আধুনিকায়ন করতে তিনি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো আহ্বান করেন।

বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, বাংলাদেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে সেটির জন্য কৃষি প্রকৌশলীদের অবদান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি ফাউন্ডেশন করে দিয়েছেন তারই পথ ধরে জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ উন্নয়নে প্রকৌশলীরা কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য তারই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করছেন সেই উন্নয়ন মূলক কাজের মূল ভূমিকা পালন করেছেন প্রকৌশলীরা। আজ পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কাজে ভূমিকা রাখছেন প্রকৌশলীরা।

সেমিনার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

বিশেষ অতিথি আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযাত্রী হিসেবে প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. বলেন, বাংলাদেশ আজ খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আজ বর্জ্য হতে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার চয়ন কুমার সাহা বলেন, আমাদের কৃষি কাজের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সেটা অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন হতে হবে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে ৩গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা এই বৃদ্ধির জন্য নানা রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও দিন দিন ঝুকির দিকে যাচ্ছে। সরকার ক্লিন এনার্জিকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে দেশের চৌষট্টি জেলায় চৌষট্টি হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি প্রসারের জন্য সরকারের তরফ থেকে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ গ্রীণ এনার্জির দিকে ধাবিত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি কাজের উন্নয়নের জন্য গ্রীণ এনার্জি মূখ্য ভূমিকা রাখবে।

সম্মানিত আলোচক ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আলম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা পিইঞ্জ.। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ। সঞ্চালনা করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন। এছাড়াও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রকৌশলীবৃন্দ।

"Waste Water Treatment and Management for Sustainable Agricultural Development" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগ কর্তৃক ০২ নভেম্বর ২০২১খ্রি. মঙ্গলবার বিকেল ৫: ০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি, তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৯৬ সালের পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি কাজের উন্নয়নে কাজ করেছেন। বাংলাদেশকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে ভাবেন না তিনি পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে ভাবেন। আমরা হাওর নিয়ে কাজ করেছি, কৃষি ফসলকে সুরক্ষার জন্য নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করছি। হাওরের ফসল রক্ষার জন্য পানির উচ্চতা মেপে বাধের উচ্চতা বৃদ্ধি করে নির্মাণ করেছি। নদী শাসন করছি, নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য ড্রেজিং করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১০০ সালের ডেল্টাপ্ল্যান নিয়ে তিনি পরিকল্পনা করছেন সেখানে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, পরিচালক, সিইজিআইএস, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ইঞ্জিনিয়ার মোতালেব হোসেন সরকার তার বক্তব্যে, উন্নত আধুনিক দেশে পরিণত হতে কৃষি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। আমাদের নগরায়ণের জন্য প্রতিবছর কৃষি কাজের জমি কমে যাচ্ছে। আমাদের কৃষিকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করতে হবে যাতে করে কৃষির ক্ষেত্রের টেকসই উন্নয়ন হয়। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে

সেমিনার প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

পানি ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই দিকে নজর দেবার সময় এসেছে। আমাদের উন্নয়নের জন্য ইন্ডাস্ট্রি ভূমিকা রাখছে তবে তাদের ওয়েস্ট ওয়াটার কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ ওয়েস্ট ওয়াটার রাংকিং-এ ১৪২ দেশের মধ্যে ৮৬তম স্থানে আছেন। ওয়েস্ট ওয়াটার কমিয়ে উন্নয়নের গতিকে বাড়াতে সচেতনতার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, উন্নয়নের সাথে নগরায়নের এবং নগরায়নের ফলে কিভাবে ওয়েস্ট ওয়াটার বৃদ্ধি পাবে এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে ওয়েস্ট ওয়াটার এর সম্পর্ক আছে তা দেখিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রির বর্জ নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। ইন্ডাস্ট্রির ওয়েস্ট ওয়াটার কিভাবে কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি কাজের গতি বাড়াতে গ্রিন এনার্জির প্রতি জোর দেবার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের জন্য সুপেয় পানি পানের লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টিউবয়েল দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে এ সকল প্রকল্প আলোর মুখ দেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবদিকে নজর দিয়েছেন। কৃষি ক্ষেত্রে অমূল পরিবর্তন হয়েছে তার নেতৃত্বে। ওয়েস্ট ওয়াটার পরিশোধন করে কৃষি কাজে ব্যবহারের উপযোগী করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা মোতাবেক চলার আহ্বান করেন।

স্বাগত বক্তব্যে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. বলেন, বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকে উন্নয়ন করার জন্য Waste water পরিশোধন করে কিভাবে আমরা কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারি তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, সদস্য-পরিচালক (প্রাণিসম্পদ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি মন্ত্রণালয় ড. ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল নাহার করিম এবং সেচ বিশেষজ্ঞ, আইডব্লিউএম ও সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বিএডিসি বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কাশেম মিয়া। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা পিইঞ্জ.। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ। সঞ্চালনা করেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন। এছাড়াও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রকৌশলীবৃন্দ।

"Available Machinery for Potato Production and Pstharvest Processing Towards Reducing Costs and Achieving Food Decurity in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগ কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০২২খ্রি. সোমবার বিকাল ৩:০০টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ড. মো. শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এরশাদুল হক, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আইয়ুব হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা পিইঞ্জ. চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ, ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সঞ্চালনা করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি ।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

"Industry 4.0 in Textile & RMG Sector of Bangladesh-Benefits, Challenges & Recommendations" শীর্ষক সেমিনার

১১ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. শনিবার বিকেল ৪:০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের মুখ্য আলোচক তার প্রেজেন্টেশনে টেক্সটাইল এর গুরুত্ব, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। আপনারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করুন তাহলে আমার বিশ্বাস আপনাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেন। আপনাদের সকল দাবি দাওয়া ও সমস্যাসমূহ নিয়ে আমাকে অবহিত করবেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করব।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, বিইউএফটির প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান বলেন, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ সালের দিকে তাকালে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে আমার এগিয়ে যাচ্ছি আর এই অগ্রগতিকে বাড়াতে আমাদের টেক্সটাইল রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে। আমাদের ৪ (চার) হাজারের মতো গার্মেন্ট আছে সেখানে মেয়েরা বেশি কাজ করে । তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করার জন্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গেস্ট অব অনার ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টরে বিশ্বের মধ্যে ২য়। আমরা ১ম, ২য় ও ৩য় শিল্প বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই আমরা এখন ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি দাড়িয়ে আছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আগামী দিনে এই ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে আরএমজি ভূমিকা রাখবেন। ১২ জানুয়ারি ২০২১খ্রি. তারিখে ৫জি চালু করার জন্য ট্রায়ল হবে, ৫জি চালু হলে মানব ও মেশিনের মধ্যে ০ডিগ্রি বিরাজ করবে। আগামী দিনে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি

সেমিনার অনুষ্ঠানে অতিথি ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে তিন মনে করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জি. আব্দুস সোবহান, সিআইপি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অকো-টেক্স গ্রুপ, ইঞ্জি. এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তক চেয়ারম্যান, টিইডি, আইইবি, ইঞ্জি. মো. সফিকুর রহমান, সিআইপি, সভাপতি, আইটিইটি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, অধ্যাপক ইঞ্জি. এম. এ. কাসেম, ভিসি, বুয়েট, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জি. মো. মোজাফফর হোসেন, এমপি।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র টেক্সটাইল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদুর রহমান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আইইবি'র টেক্সটাইল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার আসাদ হোসেন। সঞ্চালক ছিলেন, আইইবি'র টেক্সটাইল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আতিকুর রহমান। এছাড়াও অনেক প্রকৌশলী সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্র/উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

'শেখ হাসিনা ঃ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুকুট-মণি দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি., রবিবার, বিকাল ০৩:০০ টায়, আইইবি কাউন্সিল হলে (নতুন ভবনের ২য় তলা) স্বাস্থ্য বিধি মেনে সশরীরে "শেখ হাসিনাঃ স্বমহিমায়

সমুজ্জ্বল" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম কামাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

সেমিনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

আইইবি এবং প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

'স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান ঃ

১৮ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি., সোমবার, বিকাল ৫:০০ টায়, আইইবি কাউন্সিল হলে (নতুন ভবনের ২য় তলা) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'স্মৃতিতে প্রাণবন্ত প্রিয় রাসেল' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, জনাব বাহাদুর ব্যাপারী, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি এবং প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করেছেন আইইবি প্রেসিডেন্ট

দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জাতীয় চার নেতার ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে ০৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি., বাদ মাগরিব, আইইবি মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়।

আইইবি মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের একাংশ

Wastewater Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

পানিকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহের করণীয় নির্ণয়ে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১২- ২০ নভেম্বর ২০২১ খ্রি., শুক্রবার-শনিবার (০৪ দিন ব্যাপী ৬টি সেশনে), আইইবি কাউন্সিল কক্ষে

(নতুন ভবনের ২য় তলায়) Wastewater Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ০৪ দিন ব্যাপী ৬টি সেশনে বিভক্ত বক্তৃতা, অনুশীলন, সাইট ভিজিট এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে পরিপূর্ণ কারিকুলামের কোর্সটি প্রশিক্ষনার্থীদের নিকট Wastewater Managemen ঃ practice এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়। প্রশিক্ষণটি সশরীরে ও জুম ক্লাউডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ট্রেনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

Wastewater Management শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের আইসিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি., শনিবার, সন্ধ্যা ০৫:৩০ মিনিটে, আইইবি কাউন্সিল হলে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সশরীরে /ভার্চুয়ালী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" নির্মাণের মাধ্যমে করোনা দূর্যোগ মোকাবেলায় আইসিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ০৫ জনকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার এবং সুরক্ষা কোরটিম মেম্বার প্রকৌশলী মো. হারুন অর রশিদ, প্রকৌশলী মো. গোলাম মাহবুব, প্রকৌশলী এ. এস. এম. হোসনে মোবারক, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল রহমান এবং প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ বিন ছালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের আইসিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের আইসিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য-সচিব ও কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র প্রকৌশলী তানভীর মাহমুদুল হাসান।

স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কোরআন খতম ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. মঙ্গলবার, সকাল ৭:৩০ মিনিটে, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আইইবি মসজিদে শহীদদের স্মরণে আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আইইবি মসজিদে কোরআন খতম, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণ ও কোরআন খতমের একাংশ

আইইবি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, কালোপতাকা মিছিল ও ইদারা, প্রাচ্যনাটের অংশগ্রহণে পথ নাটক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে আইইবি সদর দফতরের নেতৃবৃন্দ ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ৭:০০ টায়, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে অমর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৫:৩০মিনিটে, আইইবি মিলনায়তনে আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ ও ঢাকা কেন্দ্রের পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও আইইবি মহিলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি., বুধবার, বিকাল ৩:০০ টায়, ইআরসি কনফারেন্স কক্ষ, আইইবিতে চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মিসেস মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী, সদস্য-সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মিসেস ওয়াহিদা হুদা, চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিসেস অরনী ইসলাম, বিনোদন উপ-কমিটি, আইইবি মহিলা কমিটি।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে স্মারক প্রদান করছেন আইইবি মহিলা কমিটি'র চেয়ারপার্সন

সম্মাননা স্মারক প্রদান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের আইসিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে ২২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি., শনিবার, বিকাল ০৪:০০ টায়, শহীদ প্রকৌশলী কনফারেন্স সেন্টার, আইইবি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সশরীরে / ভার্চুয়ালী ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০২১ এ

এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বুয়েট হেলবেন্ট টিমকে 'সম্মাননা স্মারক প্রদান' অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ), ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, আহ্বায়ক, আইসিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

মানববন্ধন

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ টায়, আইইবি মূল ফটকের সম্মুখস্থ জায়গায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আইইবি'র সাথে যৌথভাবে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে আইইবি সদর দফতরের নেতৃবৃন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ), ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানিত কাউন্সিল সদস্য ও প্রকৌশলীবৃন্দ।

মানববন্ধনরত ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী

দোয়া ও মিলাদ মাহ্‌ফিল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি')র কমিশনার (এসএম) ও স্বনামধন্য প্রকৌশলী মরহুম এ. কে. এম. শহীদুজ্জামান মিন্টু-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি., বৃহস্পতিবার, বাদ মাগরিব, আইইবি মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আইইবি'র মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের একাংশ

সংবর্ধনা প্রদান

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি., রবিবার, রাত ৮:৩০ মিনিটে, আইইবি কাউন্সিল হলে, প্রকৌশলী/স্থপতি কবি-লেখকদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আইইবি প্রাঙ্গণে আলপনা অঙ্কন ও আইইবি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে ভাষা শহীদদের স্মরণে রাত ১২:০১ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে

সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রকৌশল পেশার পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতি অঙ্গণের খ্যাতনামা মোট ২৮ জন প্রকৌশলী/স্থপতি কবি-লেখকদের সম্বর্ধিত করা হয়।

প্রধান অতিথি নিকট থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন স্থপতি অপি করিম

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয়, সম্মানী সম্পাদক ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি., সোমবার, রাত ১২:০১ মিনিটে আইইবি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। শহীদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করেন।

আইইবি'র নব নির্মিত স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

০৭ মার্চ ২০২২ খ্রি., সোমবার, সকাল ৮:০০টায়, ৩২ নম্বর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঐতিহাসিক ০৭ই মার্চ উপলক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালন

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ১৭ মার্চ, ২০২২ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ০৮:৩০ মিনিটে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বিদেহী আত্মার প্রতি দোয়া এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিল ২৫ মার্চ, ২০২২ খ্রি., শুক্রবার, দুপুর ১২:০০ টায়, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'টুঙ্গিপাড়া : হৃদয়ে পিতৃভূমি' অনুষ্ঠানে যোগদান ও বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কবর জিয়ারত এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৫তম জন্মদিন পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি. বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে মিলাদ এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পরে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে আয়োজিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম এবং কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী নুরুল আবছার, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী অসীম সেন, প্রকৌশলী তৌকির আহমেদ চৌধুরী, প্রকৌশলী সাঈদ ইকবাল পারভেজ ও প্রকৌশলী মো. ইফতেখার আহমেদ, প্রকৌশলী অসিত বরণ দে, সিনিয়র প্রকৌশলী খোরশেদ উদ্দিন বাদল, প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী জি এম সেলিম, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাশেম ও প্রকৌশলী মাজেদুল ইসলামসহ অন্যান্য প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ মাহফিল শেষে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন লালখান বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বে বাংলাদেশের চলমান সমৃদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারের যেসব সদস্য ঘাতকের হাতে শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর মধ্যে আজ (০৫ অক্টোবর, ২০২১) স্বাস্থ্য সুবিধা বিষয়ক এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষে সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এবং এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম আবু সুফিয়ান সমাঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রামে আয়োজিত সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী এবং এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর ডাইরেক্টর অপারেশন ডাক্তার এনামুল হক নাদিম, ডাইরেক্টর বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট জসিম উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সেলস এন্ড মার্কেটিং টি এম হান্নান এবং সহকারী ম্যানেজার কর্পোরেট বিজিনেস এন্ড ব্রান্ড জহির রায়হান উপস্থিত ছিলেন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন চুক্তি স্বাক্ষর শেষে বলেন, বন্দর নগরীর একমাত্র আইএসও এক্রিডিটেড ল্যাব এপিকের সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা হ্রাসকৃত হারে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা লাভ করবেন। এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম আবু সুফিয়ান বলেন, তাদের হাসপাতালে বিশ্বমানের সর্বাধুনিক মেশিনে নির্ভুল রিপোর্ট প্রদানে সবাই সচেষ্ট থাকেন। তিনি বলেন, প্রকৌশলী ও তাদের পরিবারদের হ্রাসকৃত হারে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়ে এপিক, হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছে।

এপিক হেলথকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরের খণ্ডচিত্র

এএমআইই কোর্সের উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমান এর এসোসিয়েট মেম্বার অব ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) কোর্সের ৮০, ৮১ ও ৮২তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০৯ অক্টোবর, ২০২১ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী তৌহিদুল আনোয়ার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ প্রধান অতিথি এবং কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কোর্স উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ বলেন, একাগ্রতা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে সবচেয়ে কম খরচ ও অল্প পরিশ্রম করে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমানের এই ডিগ্রি অর্জন করা যায়। তিনি বলেন, এই ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়াশুনা ও জ্ঞান আহরণে প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে এবং সময়ের মূল্য দিয়ে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে, সম্ভব সব কিছু অর্জন করা যায়। তিনি এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অর্জনের কথা উল্লেখ করে বলেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, একাগ্রতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকায় বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ায় পথে রয়েছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম ওয়াসাকে তিন হাজার আটশো আট কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন, যা চট্টগ্রামের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ।

প্রধান বক্তা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে রিসোর্স পার্সনদের মাধ্যমে পাঠদান ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রে একটি উন্নতমানের লাইব্রেরী রয়েছে। এতে প্রায় আড়াই হাজার রেফারেন্স বই রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আরো বই ক্রয় করা হবে। এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সদস্য-সচিব প্রকৌশলী রিটন কুমার দাশ এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, ইআরসি'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, উপকমিটির যুগ্ম-সদস্য সচিব প্রকৌশলী সাঈদ ইকবাল পারভেজ, প্রকৌশলী এস এম শামসুদ্দিন খালেদ, প্রকৌশলী মোসাম্মৎ কামরুন্নেসা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। রিসোর্স পার্সনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী কৃষ্ণধন বিশ্বাস, প্রকৌশলী পঙ্কজ দাশ, প্রকৌশলী সাইফুল কবির চৌধুরী ও প্রকৌশলী সুব্রত দাশ। শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন মো. রবিউল হাসান, আনিকা চৌধুরী ও আব্দুল্লাহ আল মামুন। সভার শুরুতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য ও প্রকৌশলীবৃন্দ, রিসোর্স পার্সন এবং ৮০, ৮১ ও ৮২তম ব্যাচের ৬৬জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অত্যন্ত স্বল্প খরচে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এবং এইচ এস সি (বিজ্ঞান) পাশ ও প্রকৌশলী সংস্থায় কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে এএমআইই ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পায়। চুয়েট ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সনদের দ্বারা পাঠদান করা হয়।

চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে এএমআইই কোর্সের উদ্বোধন করছেন

শেখ রাসেল দিবস পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর ২০২১খ্রি. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই কিশোর শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসাসহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে মাত্র এগার বছরেরও কমবয়সে ঘৃণ্য ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের

শুরুতে শহীদ শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। পরে এই উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। লালখান বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন।

মিলাদ মাহফিল শেষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, শিশু রাসেলের জন্মের পর থেকেই বঙ্গবন্ধু অধিকাংশ সময় জনগণের অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামের কারণে পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি থাকতেন। তাই ছোট রাসেল পিতার সান্নিধ্যের পরিবর্তে মায়ের মমতায় এবং বিশেষ করে বড়বোন শেখ হাসিনার সান্নিধ্য ও ভালোবাসায় বড় হয়েছেন। তিনি বলেন, শেখ রাসেল মন ও মেধায় এবং মানবতাবোধ ও ব্যক্তিত্বে সম বয়সীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাই সেদিনের শিশু শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে আজ ৫৬ বছরের এক পরিণত মানুষ হতেন এবং জাতির একজন অন্যন্য নেতা হয়ে উঠতেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পৃথিবীতে যুগে যুগে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে, কিন্তু শিশুসহ সমগ্র পুরো পরিবারকে নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকান্ড কোথাও ঘটেনি। দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী সুভাষ চক্রবর্তী, প্রকৌশলী অসীম সেন, প্রকৌশলী ইউসুফ শাহ সাজু, প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে, প্রকৌশলী মো. মাঈন উদ্দিন জুয়েল ও প্রকৌশলী মো. ইফতেখার আহমেদসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত শেখ রাসেল দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর, ২০২১ রাতে কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল হামদ, না'ত, ক্বেরাত এবং রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম লালখান বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী। এছাড়া অন্যান্যদের মাঝে আলোচনা করেন, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী তৌহিদুল আনোয়ার ও প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং উপ বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক মো. নূরুল হুদা ।

প্রধান আলোচক মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী বলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব হতে শুরু করে ওফাত পর্যন্ত সময়ে তাঁর আচার-আচরণ, চলাফেরা এবং সুন্নাতের যে আদর্শ রেখে গেছেন তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর প্রতিটি কাজে মানবজাতি তথা সৃষ্টিকুলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সেজন্যই বিশ্বনবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শ ও আর্থিক অনুশাসন অনুসরণ করলে পৃথিবীতে সংঘাত ও মানুষের মধ্যে শ্রেণিভেদ থাকবে না। তিনি আরো বলেন, সমসাময়িক বিশ্বে যে মানবাধিকার সনদ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা বিশ্বনবী (সাঃ) প্রণীত মদিনা সনদ এর অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়েছে। মাওলানা জেহাদী বলেন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ করাই ইসলামের অন্যতম অনুশাসন।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির জন্য আশির্বাদ স্বরূপ এসেছেন। তাঁর প্রদর্শিত জীবনধারা মানবতার অনন্য উদাহরণ। তিনি বলেন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর মানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অন্যতম রক্ষাকবজ হতে পারে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া এবং প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, প্রকৌশলী মাহবুবুর রশীদ, প্রকৌশলী ফাহমিদা জামিলী, প্রকৌশলী মো. জাফর, প্রকৌশলী আইয়ুব চৌধুরী, প্রকৌশলী এস এম শামসুদ্দিন খালেদ চৌধুরী ও প্রকৌশলী

সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে হামদ, না'ত ও ক্বেরাত এবং রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন প্রকৌশলী সন্তান নাজরানা রুবাইয়াত, আশফিয়া জাহান সুবা, ফাহিম বিন আশরাফী, তালহা বিন আশরাফী, ফারহিবা হোসেন, তাহসিন সাদেক চৌধুরী ও মাইশা তাসনিম। সবশেষে দেশের সমৃদ্ধ ও কল্যাণ কামনা করে মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভিত্তিক কুলিং সিস্টেম (Carbon-Dioxide Based Cooling System) এবং বাংলাদেশের জন্য বর্জ্য থেকে শক্তি প্রযুক্তি (Waste to Energy Technologies for Bangladesh) শীর্ষক সেমিনার ২৮ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. বৃহস্পতিবার রাতে সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে নরওয়ের আগদার ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. সুমন রুদ্র মূল প্রবন্ধকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এসএম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. সুজত পাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ রশীদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির আহবায়ক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী। এছাড়াও মূল প্রবন্ধকারের পরিচিতি তুলে ধরেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ড. প্রকৌশলী এএসএম সায়েম।

মূল প্রবন্ধ দুইটি উপস্থাপন করে ড. সমুন রুদ্র বলেন, বর্জ্য কোন আপদ নয়, বর্জ্য হচ্ছে সম্পদ। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের শক্তি, বিশেষ করে বিদ্যুৎ, যানবাহনের গ্যাস ও জ্বালানি উৎপাদন করা সম্ভব। ড. সুমন রুদ্র আরো বলেন, বর্জ্য পরিবেশ বান্ধব নয় এবং এটি অনেক জায়গা দখল করে রাখে। তাই বিশ্বে পৌর ও সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতে বর্জ্যকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি জানান ১টন পৌরবর্জ্য ব্যবহার করে ৫০০কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। মূল প্রবন্ধকার অপর প্রবন্ধে জানান, কার্বনডাই অক্সাইড কুলিং সিস্টেম, জলভিত্তিক কুলিং ব্যবস্থা থেকে অনেক শক্তিশালি। এটি ডিটেক্টরের মাধ্যমে মাইনাস ৪০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত শীতল করা ক্ষমতা রাখে। এছাড়া এটি পরিবেশ বান্ধব এবং ব্যয় সাপেক্ষ নয়। ফলে এই পদ্ধতি কাগজ শিল্প, সুপার মার্কেট, যানবাহনে মোবাইল এয়ারকন্ডিশনিং এবং আইস হকি মাঠে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধকার ড. সুমন রুদ্র কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্পোরেশন ও বিদ্যুৎ বিভাগ যৌথভাবে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, দেশের সমস্ত বিভাগীয় জনবহুল শহরগুলোতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে জনবহুল এই মহানগরীগুলো পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী সুভাষ চক্রবর্ত্তী, প্রকৌশলী মো. জসীম উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. আবুল হাশেম, প্রকৌশলী নওশাদ মোক্তাদির সেমিনারের বিষয় দুইটির উপর বিভিন্ন প্রশ্ন ও পরামর্শ প্রদান করেন। মূল প্রবন্ধকার ড. সুমন রুদ্র প্রকৌশলীদের বিভিন্ন প্রশ্নের ও পরামর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে প্ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব চট্টগ্রাম সিটি টুওয়ার্ডস এ স্মার্ট সিটি (Planned Development of Chattogram City Towards a SMART CITY) শীর্ষক এক সেমিনার ১১ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি., শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী প্রধান অতিথি ও চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চুয়েটের প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম ওয়াসার চেয়ারম্যান ও ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু। এছাড়াও মূল প্রবন্ধকারের পরিচিতি তুলে ধরেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ড. প্রকৌশলী এএসএম সায়েম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামসহ সারাদেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার হয়েছে। দেশ অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছেছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় জনগণ এর থেকে কাঙ্খিত সুবিধাসমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত হচ্ছেন না। সিটি মেয়র বলেন, আজকের সেমিনারে স্মার্ট সিটি তৈরীর জন্য যে ধারণা পত্র উপস্থাপন করা হয়েছে তার আলোকে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের মেধাকে তিনি কাজে লাগাতে চান। এজন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রসহ সকল পেশাজীবি সংগঠন এবং নগরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা দরকার। সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, নগরবাসীর মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধি না পেলে সুন্দর শহর গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রায় দুই লক্ষ পাকা বাড়ি রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো নির্মাণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ও নালাসমূহ এবং পলি মাটি জমে কর্ণফুলী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় নগরীতে জলাবদ্ধতা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। তিনি জানান, নগরীর মাস্টার প্ল্যানটি এখন অকার্যকর হয়ে গেছে। তাই নতুন মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে। এই নতুন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য এবং এর আওতা নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ড পেরিয়ে ফেনী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শহরে ২৫ টি সরকারি প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজ করছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় নগরবাসীকে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে সমন্বয়ের দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। তিনি বলেন, বন্দর নগরীর সীমানা কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে বিস্তৃত হচ্ছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনারে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছেন

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, মেয়রের নেতৃত্বে ২৫ টি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, সমন্বয় ছাড়া উন্নয়ন হতে পারে কিন্তু কখনো স্মার্ট সিটি হবে না। তিনি এই ক্ষেত্রে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মূল প্রবন্ধকার অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রকৌশলীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং পরামর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীরাসহ কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আলোক প্রজ্জ্বলন করছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আলোক প্রজ্জ্বলন করছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে নিহত দেশের বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন সন্ধ্যা ৬:৩০মিনিটে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রজ্জ্বলন শুরু করেন। একই সময়ে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম, কাউন্সিল সদস্য এবং উর্ধ্বতন প্রকৌশলীরা মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এই সময় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, দখলদার বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তাদের এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমে এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ড চালায়। উপস্থিত প্রকৌশলীগণ নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস উদযাপন

চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। সকালে কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে নির্বাহী কমিটির সদস্যরাসহ বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরে কেন্দ্রে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে জাতির পিতা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা, প্রকৌশলী সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা, আলোচনা সভা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে তিনজন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ, বাবু অমল মিত্র ও বাবু প্রনব কুমার সেন কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান এ এস এম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ., ও প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, উর্ধ্বতন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম ও প্রকৌশলী খোরশেদ উদ্দিন বাদল। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ, বাবু অমল মিত্র ও বাবু প্রনব কুমার সেন মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধকালীন বীরত্ব ও স্মৃতি তুলে ধরেন। আলোচনা সভায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে প্রকৌশলীদের কার্যক্ষেত্রে অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করার

জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। চেয়ারম্যান বলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। পরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পি রনি গুহ ও প্রিয়া ভৌমিক। সবশেষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে আইইবি ভবনে লাল সবুজ রং-এ আলোকসজ্জা করা হয়।

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল লি. এর যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিষয়ক এক অনুষ্ঠান ১৮ ডিসেম্বর,২০২১ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের হেড অব বিজনেস মানস কুমার মজুমদার। এতে ডাইবেটিস রোগের উপর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন ইম্পেরিয়াল হাসাপাতাল লি. এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট এর কনসালটেন্ট ডাক্তার শাহরিয়ার আহমেদ মিলন এবং কিডনি রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন ইম্পেরিয়াল হাসাপাতাল লি. নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট এর স্পেশালিষ্ট ডাক্তার শওকত আজাদ। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী স্বপন কুমার পালিত। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, কিডনি ও ডাইবেটিস রোগের মতো মরণব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতামূলক এই আলোচনা সভার মাধ্যমে তিনি নিজে সহ উপস্থিত সকলেই উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে খ্যাতিমান ডাক্তাররা রয়েছেন কিন্তু প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের উপর আস্থার অভাবে অনেকেই চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই ধরণের রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব। আলোচ্য বিষয়ের উপরে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলীরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০টা থেকে ১১:০০টা পর্যন্ত আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সম্মুখে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে অবস্থিত সকল সরকারি বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি শতাধিক প্রকৌশলীবৃন্দ এবং কাউন্সিল সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ জানুয়ারি, ২০২২খ্রি. তারিখে জারীকৃত পত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত অযৌক্তিক আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দক্ষতা রয়েছে প্রকৌশলীদের। প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে দক্ষতা না থাকায় এডিপির প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে জটিলতার পাশাপাশি গুণগতমান নিশ্চিত হবে না। তিনি বলেন, এই দায়িত্ব প্রদান আদেশকে দেশের উন্নয়ন বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে আইইবি মনে করছে। তিনি বলেন, এর ফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উন্নয়ন রূপকল্প-২০৪১ এর অভিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা শুধু ব্যহতই হবেনা বরং এগুলোর বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলম্বিত হবে, যা দেশের অগ্রযাত্রাকে পিছিয়ে দেবে। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আরো বলেন, প্রশাসন ক্যাডারের সাথে প্রকৌশলীদের কোন বিরোধ নেই কিন্তু যার কাজ তাকে দিয়েই করালেই তা সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি করেন এবং বলেন, আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত প্রকৌশলীদের চলমান প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে কারিগরি ও পেশাগত জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর প্রয়োজন। জেলা প্রশাসন কর্মকর্তাদের প্রকৌশল পেশা

সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কাজের ধরন সম্পর্কে কোন কারিগরি জ্ঞান না থাকায় এই সিদ্ধান্তের ফলে অনাকাঙ্খিত জটিলতার সৃষ্টি হবে। এই দাবির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে মানববন্ধনে পিডিবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার ইমাম হোসেন, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী দুলাল হোসেন, পিডিবির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মকবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মো. শামসুদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম মৃধা, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী সম্পা নন্দী, পিডব্লিউডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী জহির উদ্দিন, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সুমন তালুকদার, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্টিবিউশন এর প্রকৌশলী অনুপম দত্ত, সিডিএ এর প্রকৌশলী আসাদ মাহমুদ, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী সুমন সিংহ, চট্টগ্রাম ওয়াসার সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌশলী শফিকুল বাশার, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী তৌহিদুল আনোয়ার, কাউন্সিল সদস্য ও পিডিবির নির্বাহী প্রকৌশলী গিয়াস ইবনে আলম, কাউন্সিল সদস্য ও চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রোগ্রামার প্রকৌশলী লুৎফি জাহানসহ বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

শিল্প উন্নয়নের জন্য সকল কলকারখানায় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং টেকনিক এডভান্সমেন্ট রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এপ্লিকেশন (Non-Destructive Testing: Techniques, Advancement and Recent Trends in Industrial and Engineering Application) শীর্ষক এক সেমিনার ০৮ জানুয়ারি, ২০২২খ্রি. শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম ওয়াসার চেয়ারম্যান ও ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সানাউল রাব্বী। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে আরো বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম। এছাড়াও মূল প্রবন্ধকারের পরিচিতি তুলে ধরেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ড. প্রকৌশলী এএসএম সায়েম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, যুযোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে শিল্প কলকারখানায় ও চুয়েটসহ সকল প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। তিনি গুণগতমান নিশ্চিতে প্রত্যেক কলকারখানায় ল্যাবরেটরী স্থাপনসহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি সকল শিল্প কলকারখানায় পাবলিক ও প্রাইভেট প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে শিল্প মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইইবির প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ড. প্রকৌশলী মো. সানাউল রাব্বী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি শিল্প কলকারখানা। শিল্প কলকারখানায় যত উৎপাদন বাড়বে দেশের উন্নয়ন তত ত্বরান্বিত হবে। তিনি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মিত কলকারখানায় ব্যবহৃত স্থাপনা, মেশিনারিজ ও সকল উপকরণের সক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পরীক্ষা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিল্প কলকারখানায় ব্যবহৃত উপকরণের অধংসাত্বক পরীক্ষা, কৌশল, অগ্রগতি সম্পর্কে পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উৎপাদন বাড়াতে উন্নত দেশগুলোর ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রত্যেক কলকারখানায় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়াও তিনি চুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম শহরের উল্লেখ সংখ্যক কলকারখানায় গবেষণা কার্য পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, টেকসই উন্নয়ন ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে নিয়মিত এনডিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তিনি সকল সমস্যা নিরসন, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো অধিক গবেষণা করার জন্য প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি কলকারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে এনডিটি ব্যবস্থা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রকৌশলী মো. আবুল হাশেম, প্রকৌশলী এস এম শামসুদ্দিন খালেদ, প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম ও প্রকৌশলী এনামুল হক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন । মূল প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আমীন প্রকৌশলীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং পরামর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণসহ কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমাতে নবায়ন যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প নেই

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ইনটিগ্রেশন অফ রিনিউওয়াবল এনার্জি ইন মডার্ন পাওয়ার গ্রিড স্টাবিলিটি এন্ড ইন্টারএকশন ইস্যুস এন্ড পসিবল সলিউশন (Integration of Renewable Energy in Modern Power Grid:Stability and Interaction Issues and Possible Solution) শীর্ষক এক সেমিনার ০২ জানুয়ারি, ২০২২খ্রি. রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ইপিই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমিন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন আহমেদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু। সেমিনারে আরো বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী। এছাড়াও মূল প্রবন্ধকারের পরিচিতি তুলে ধরেন কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ড. প্রকৌশলী এএসএম সায়েম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার পথে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশীল হওয়ার জন্য অন্যতম চালিকা শক্তি হলো বিদ্যুৎ। ভবিষ্যতে এটি স্থিতিশীল হতে হবে এবং প্রায় ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজন হবে। দেশের পরিবেশ রক্ষায় এবং বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প নেই বলে উপাচার্য মন্তব্য করেন। তিনি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য স্থিতিশীল ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ পেতে হলে বায়ুচালিত ও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সিস্টেম চালুর পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাসা বাড়িতে ব্যবহার করা হলে অধিক উপকৃত হওয়া যাবে। তিনি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমাতে আরো অধিক গবেষণার জন্য তরুণ গবেষকদের প্রতি অনুরোধ জানান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে মোহাম্মদ আমীন বলেন, বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হতে হলে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রায় ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। তিনি এই ঘাটতি মেটাতে ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তুতি গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মূল প্রবন্ধকার এইচভিডিসি সিস্টেমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে কিভাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং এই পদ্ধতি স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র দেশের সমসাময়িক ও জনসম্পৃক্ত চলমান বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করে যাচ্ছে। তিনি এই সুবিধা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য দক্ষ ও পেশাদার প্রকৌশলীদের প্রতি অনুরোধ জানান। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রকৌশলী মো. মকবুল হোসেন, প্রকৌশলী মো. আবুল হাশেম, প্রকৌশলী মো. মোক্তাদির, প্রকৌশলী মো. শহিদুল্লাহ ও প্রকৌশলী এস এম শামসুদ্দিন খালেদ। মূল প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আমীন প্রকৌশলীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং পরামর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীরাসহ কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২২ শনিবার মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর নেতৃত্বে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রাতে নিজস্ব মিলনায়তনে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক ও ক্রেস্ট দিয়ে স্বাগত জানান। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী বলেন, দেশে অনেক প্রতিভাবান মেধাবী সন্তান থাকলেও মেধা পাচারের কারণে দেশের উন্নয়নে তাঁরা প্রকৃতভাবে কোন ভূমিকা রাখতে পারছেনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে। অব্যাহত উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি অবকাঠামো নির্মাণে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণে প্রকৌশলীদের আরো বলিষ্ট ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সিআরবিতে হাসপাতালের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, চট্টগ্রামের স্বার্থে শিরিষ তলায় নয় গোয়ালপাড়া এলাকায় তিনি একটি বহুমূখী হাসপাতাল, নার্সিং সেন্টার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিকল্প স্থান হিসেবে এই হাসপাতাল কুমিরায় পরিত্যক্ত টিবি হাসপাতাল এলাকায়ও এটি স্থাপন করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রধান অতিথি আরো বলেন, বাংলাদেশে মৃত্যুর হার থেকে জন্ম গ্রহণের হার কিছুটা বেশী হওয়ায় দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কৃষি জমির পরিমাণ রক্ষার স্বার্থে বহুতলা ভবন নির্মাণের জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তৃতায় প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজস্ব কারিশমায় ঘুমন্ত বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং বলিষ্ট নেতৃত্বে তিনি তা অর্জন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার এই মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রজন্মকে তৈরী করে নিতে হবে। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা হলো দেশের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি, তাই এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

বক্তব্য রাখছেন জনাব এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে বক্তব্য রাখেন। পরে প্রধান অতিথি বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রায় একশো প্রকৌশলী সন্তানের মাঝে সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন। সবশেষে সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী অসিত বরণ দে-এর পরিচালনায় প্রকৌশলী পরিবারের শিল্পীদের অংশগ্রহণে দেশাত্ববোধক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার উপর কবিতা আবৃত্তি করেন প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী ও মিসেস আমিনা রহমান। এছাড়া প্রকৌশলী পরিবারের সন্তানদের জন্য স্বাধীনতা দিবসের উপর রচনা প্রতিযোগিতা এবং আইইবি ভবনের আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়।

লেখা আহ্বান

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজে প্রকাশের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ ঃ
সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২২২৩৩৮৯৪৮৫, ০২২৩৩৮৭৮৬০
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com

যশোর কেন্দ্র

মহান বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয়ের ৫০ বছর। আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশের সব শ্রেণি পেশার জনগণ দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) আত্মসমার্পণ করে পাকহানাদার বাহিনী। চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালীর স্বাধীনরাষ্ট্র বাংলাদেশ। এবার মহান বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপনে আমাদের শপথ হোক সকল বাধা ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশিল, গণতান্ত্রিক, অসাপ্রদায়িক ও সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। আজ দেশের সর্বস্থানে মহান বিজয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, যশোর কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব মেনে অনুষ্ঠান হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি যশোর কেন্দ্র এবং ইঞ্জিনিয়ার এস,এম মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র এর নেতৃত্বে সকাল ১০:২০ মিনিটে যশোর কেন্দ্রে চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন, ১০:৩০ মিনিটে যশোর মনিহার সিনেমা হলের সামনে কেন্দ্রীয় বিজয়স্তম্ভে বীর শহীদদের সম্মানে কেন্দ্রীয় বিজয়স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং ১০:৪০ মিনিটে নতুন ভাবে সজ্জিত যশোর কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচ আরডি), আইইবি, যশোর কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), আইইবি, যশোর কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. খায়রুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা, ড. ইঞ্জিনিয়ার এ. এস. এম মুজাহিদুল হক, ইঞ্জিনিয়ার মো. সাঈদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আবু হাসান সোহেল ও তার কন্যা লাবিবা খন্দকার, ইঞ্জিনিয়ার মো. ইয়াহিয়া সিদ্দিকী, ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ পারভেজ প্রমুখ।

যশোর কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন বিজয়স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

'বিজয়ের ৫০ বছর ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, যশোর কেন্দ্রের নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে ১৭ ডিসেম্বর খ্রিস্টাব্দ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ০৬.৩০ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি, যশোর কেন্দ্রের সভাপতিত্বে 'বিজয়ের ৫০ বছর ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সঞ্চালন করেন প্রকৌশলী এস. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক ভবন, যশোর। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, মহাসচিব বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, সদর দফতর, রমনা, ঢাকা। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচ আরডি), আইইবি, যশোর কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), আইইবি, যশোর কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, ওজোপাডিকোলি, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার মো. শামসুজ্জোহা কিরণ, সহকারী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, ওজোপাডিকোলি, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার মো. রওশন আলী, সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, ওজোপাডিকোলি, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার আল বার্ট সুবীর মন্ডল, প্রভাষক (আইসিটি), যশোর ইংলিশ স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার মো. খায়রুল আলম, ইনস্ট্রাক্টর (টেলিকম), যশোর পিলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর, দীন মোহাম্মদ মাহিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-২ ওজোপাডিকোলি, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. নূরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর, ড. ইঞ্জিনিয়ার এ. এস. এম. মুজাহিদুল হক, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, চেয়ারম্যান, আইপিই বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর, ইঞ্জিনিয়ার মো. হাফিজ ফারুক, সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি, কুষ্টিয়া জোন, কুষ্টিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা, সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি, যশোর প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন আমি নির্বাচন করতে আসিনি। আমি সত্য কথা বলতে এসেছি। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির কথা বলতে এসেছি।

আমিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সকল শ্রেণি পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ওনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উচুঁ করে গর্বের সাথে সুখে শান্তিতে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সোনার বাংলায় রূপন্তরের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যশোর কেন্দ্রের উন্নয়ন দেখে আমি ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যশোরের মাটি ও মানুষের সন্তান।

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন যশোর কেন্দ্রে চেয়ারম্যান

সন্তান হিসেবে আমি যশোর কেন্দ্রের উন্নয়ন চাই। সামাজিক দূরত্ব মেনে আপনারা আমাকে যে, মূল্যায়ন দেখিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২২ খ্রি., শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস সামাজিক দূরত্ব মেনে পরম শ্রদ্ধায় উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পাঠের মধ্যদিয়ে সকাল ৭.৩০ মিনিটে কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সকাল ৮.০০ টায় কেন্দ্রীয় বিজয়স্তম্ভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল বীর মুক্তিযুদ্ধাদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নেতৃত্বদেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি, যশোর কেন্দ্র। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন তার হলেন- ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুল আলম ও ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. ইখতিয়ার উদ্দীন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার জি. এম মাহমুদ প্রধান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শামসুজ্জোহা কিরণ, ইঞ্জিনিয়ার মো. খায়রুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল হক চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় বিজয়স্তম্ভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল বীর মুক্তিযুদ্ধাদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতার ১০২ তম জন্মবার্ষিকীতে আইইবি যশোর কেন্দ্রে সকাল ৬.৪০ মিনিটে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমবেত ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে কেক কেটে উদযাপন করা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- ইঞ্জি. এস. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্মানী সম্পাদক, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় ইঞ্জি. মো. বেঞ্জুর রহমান ও ইঞ্জি. মো. শহীদুল আলম, ইঞ্জি. শাহাজাহান মিয়া, ইঞ্জি. মো. হাফিজুর রহমান, ইঞ্জি. মো. সাঈদ হোসেন, ইঞ্জি. রওশন আলী, ইঞ্জি. খায়রুল আলম, ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা কিরণ, ইঞ্জি. কামাল হোসেন, ইঞ্জি. আজিজ, ইঞ্জি. আহমদ শরীফ সজীব, ইঞ্জিনিয়ার এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, ইঞ্জি. ইখতিয়ার উদ্দিন, ইঞ্জি. আনিছুজ্জামান, ইঞ্জি. শহীদুল ইসলাম, ইঞ্জি. জাহিদ পারভেজ, ইঞ্জি. নূরুল ইসলাম, ইঞ্জি. মো. কামরুজ্জামন, ইঞ্জি. রোজি, ইঞ্জি. খন্দকার আবু হাসান সোহেল, ইঞ্জি. মো. সোহেল রানা বিএডিসি প্রমূখ।

খুলনা কেন্দ্র

খুলনা কেন্দ্রের মানববন্ধন

জেলা প্রশাসককে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দপ্তর কর্তৃক ঘোষিত ও নির্দেশনা মোতাবেক আইইবি খুলনা কেন্দ্রের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে অদ্য সকাল ১০:০০ টার সময় বিশাল মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

মানববন্ধনে কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ

অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া এর সভাপতিত্বে ও

ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচীতে খুলনাস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশতাধিক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করে কর্মসূচী ও প্রতিবাদ সভাকে সফল করে তোলেন। অতিসম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তিসংগত গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. জামানুর রহমান, খুলনা ওয়াসার ডিএমডি, প্রকৌশলী এম. ডি. কামাল উদ্দিন আহমেদ, ওজোপাডিকো'র পিডি প্রকৌশলী মো. রকিব উদ্দিন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এজাজ মামুন, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী মো. তারেক সাইফুল কামাল, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, দেশের সকল উন্নয়ন কাজের কারিগর হচ্ছে এ দেশের প্রকৌশলীরা এবং বর্তমান সরকারের ভিশন ২১-৪১ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এ মানববন্ধন থেকে উল্লেখিত আদেশ অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

শেখ রাসেলের জন্মদিবস পালন

আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. সার্কিট হাউজ মাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে সকাল ১০.০০ টায় ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আব্দুল জব্বার

প্রকৌশলী এ. কে. এম কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ ও কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, প্রকৌশলী জি. এম আফাজ উদ্দিন, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ প্রায় ৫০ জন প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. সকাল ৯.০০ ঘটিকায় আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিজয়স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ কনভেনশন হলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (এডমিন, প্রফে. এবং এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (বিতরণ), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিতরণ), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী এ একে এম কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ, প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রকৌশলী মো. আব্দুল হালিম, কাউন্সিল সদস্য আইইবি, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী জিএম আফাজ উদ্দিন, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী মো. আশরাফুজ্জামান, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ, প্রকৌশলী ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ময়মনসিংহ সহ শতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর আলোচনা করেন। বক্তারা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বর্তমান সরকারের সকল উন্নয়ন কাজে প্রকৌশলীদের অবদান রাখার অনুরোধ করা হয়। বঙ্গবন্ধু আদর্শ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আব্দুল জব্বার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান (একা এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী এ.বি.এম. ফারুক হোসেন। সভা পরিচালনা করেন প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদ, উপ

প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ কনভেনশন হলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিভাগীয় প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ। সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রে মনোমুগ্ধকর আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

রংপুর কেন্দ্র

‘মহান বিজয় দিবস-২০২১ এবং স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী’ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবস-২০২১ এবং স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সূর্যোদয় এর সাথে সাথে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে রংপুর মর্ডান মোড়, অর্জন স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও এলজিইডি, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজাউল হক।

আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন) প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু সাঈদ সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু নুয়মান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর রংপুরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী এ. কে. এম. শফিকুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী মো. জহুরুল ইসলাম, এলজিইডি রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু জাফর মো. তৌফিক হাসান, পিইঞ্জ, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. সাজ্জাদ হাসনাইন মো. হেইকেল, উপজেলা প্রকৌশলী এস.এম নুর-ই-আলম, সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো. নাফিউর রহমান, গণপূর্ত জোন রংপুরের অতিরিক্ত প্রধান

মহান বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে পুস্পস্তবক অর্পন

প্রকৌশলী মো. আব্দুল গোফফার, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহবুবার রহমান, প্রকৌশলী মো. আব্দুস শহীদ, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. গোলাম জাকারিয়া, বিএডিসি, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, বিএমডিএ, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হারুন-অর-রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. মোস্তাক আহমেদ, প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. বাহার উদ্দিন মৃধা, নির্বাহী প্রকৌশলী, আরপিআইএর ইনস্ট্রাক্টর, প্রকৌশলী ইউসুফ আলী, প্রকৌশলী মো. নাজমুল আলম, এবং প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক, প্রকৌশলী মো. হাসান-উজ-জামান, প্রকৌশলী মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি’র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

সিলেট কেন্দ্র

সিলেট কেন্দ্রের মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি সিলেট কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

গাজীপুর কেন্দ্র

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আইইবি সদর দফতর ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর যৌথ উদ্যোগে আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষে দুস্থ ও অসহায়ের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য (ডুয়েট)। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, পরিচালক ছাত্র কল্যাণ, প্রকৌশলী প্রণব কুমার সাহা, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্র, প্রকৌশলী হারুন-অর-রশিদ, উপ-পরিচালক যানবাহন শাখা, ডুয়েট প্রকৌশলী আসাদুল হক আলী, প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম, প্রকৌশলী বিনয় ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ ডুয়েট শাখা, প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান হাবিবসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

আইইবি সদর দফতর ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর যৌথ উদ্যোগে আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষে দুস্থ ও অসহায়ের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

কুমিল্লা কেন্দ্র

কুমিল্লা মুক্ত দিবস পালন

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি ও কুমিল্লা মুক্ত দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি), কুমিল্লা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয় কথন' নামে একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর-২ এর ধনপুর ক্যাম্পের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. হারুন-উর-রশিদকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক

শান্তি রঞ্জন ভৌমিক প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু নিয়ে ইতিহাস সমৃদ্ধ এই গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনায় প্রকৌশলীদের আগামী সুখি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আরো নিবিড় দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হতে অনুরোধ করেন। সম্বর্ধিত বীর মুক্তিযোদ্ধা তার যুদ্ধকালীন লোমহর্ষক স্মৃতি তুলে ধরেন। তিনি কুমিল্লা দাউদকান্দি এলাকার ইলিয়েটগঞ্জ বাজার ব্রীজে ডিনামাইট বিস্ফোরণসহ কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের চান্দ্রশী মাজার এলাকায় তার কাধেঁ সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার শেখ নিঃশাস ত্যাগের ঘটনাটি উল্লেখ করেন। প্রকৌশলী অম্লান দত্ত অভির সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মীর ফজলে রাব্বী, আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রহমত উল্যাহ কবির ও প্রকৌশলী মো. আব্দুল মতিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আবুল বাসার। কুমিল্লা বেতারের শিল্পীদের উপস্থাপনায় প্রাণবন্ত একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কুমিল্লার বিভিন্ন দপ্তরের শতাধিক প্রকৌশলী ও পরিবারবর্গ উপভোগ করেন।

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথিকে সম্মাননা প্রদান করছেন কেন্দ্রে চেয়ারম্যান

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

আশুগঞ্জ কেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি আশুগঞ্জ কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ঘোড়াশাল কেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি ঘোড়াশাল কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র

নবরূপে আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র

প্রায় এক যুগ পর আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠান উপলক্ষে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় আমার আগমন। কর্ণফুলীর মোহনার নিকটবর্তী ১৫ নম্বর ঘাট পেরিয়ে কাফকো-সি.ইউ.এফ.এল এলাকায় পদার্পনের পুরোনো এলাকাটিকে অচেনা মনে হয়। কাফকো সি.এফ.এল এর জৌলুসকে ছাপিয়ে চারিদিকে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল স্থাপনা। কাফকো কারখানার ঠিক উত্তরে স্থাপিত হয়েছে ৩০০ মেগা ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কার খানার দেয়ালের পাশ ঘিরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সারিবদ্ধ Silencer Stack ঊর্ধ্ব আকাশে উঁকি মারছে। দক্ষিণ পাশ দিয়ে দোর্দন্ড প্রতাপে এগিয়ে চলছে কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণ কাজ। কর্ণফুলী টানেলের আনোয়ারা অংশের নির্মিয়মাণ ফ্লাইওভারের সারি সারি প্রকান্ড পিলারগুলো সি.উ.এফ.এল এর কনভেয়ার বেল্ট অতিক্রম করে যাবে। রাতে যখন কাফকোর প্ল্যান্ট অতিক্রম করে হাউজিং এর দিকে যাচ্ছিলাম কাফকো জেনারেল ম্যানেজার (এডমিন) জনাব হোসেন আহমেদ খান সবকিছুই একে একে বর্ণনা করছিলেন। আমার কাছে রূপকথার মতো মনে হলেও যা ছিল বাস্তব।

কাফকো হাউজিং ঘিরে দেয়াং পাহাড় ঘেষে স্বপ্নপুরীর মতো গড়ে উঠেছে KEPZ যেখানে ছাব্বিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। যার মধ্যে শতকরা আশি ভাগ মহিলা। অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম। অত্র অঞ্চলে অফিস শুরু এবং শেষে রীতিমতো ঢাকার মতো জানযট সৃষ্টি হয় চাতুরী, চৌমুহনী ও মহলখান বাজার ঘিরে। আমরা যখন আইইবি উপকেন্দ্রকে কেন্দ্রে উন্নতী করি তখন আমাদের প্রস্তাবনায় শুধু KEPZ উল্লেখ করি। তৎকালীন এইচ.জি.এস প্রকৌশলী এম.এ.কে আজাদ আইইবি কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের একটি সভায় (চট্টগ্রাম কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত) রাঙ্গাদিয়া উকেন্দ্রকে কেন্দ্রে উন্নতী করার ক্ষেত্রে এসব যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। যদিও সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় ড. প্রকৌশলী অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী কিছুটা সময় নিয়ে প্রস্তাবটি উত্থাপনের আহ্বান জানিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করলেন।

পরবর্তীতে প্রয়াত ড. প্রকৌশলী অধ্যাপক আনোয়ারুল আজীম ও প্রকৌশলী নূরুল হুদার আমলে রাঙ্গাদীয় উপকেন্দ্র কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের প্রয়াত জননেতা ও তৎকালীন পানি সম্পদ মন্ত্রী আ. রাজ্জাক ও আওয়ামী লীগের তৎকালী শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক প্রয়াত জননেতা আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু কাফকোর কেন্টিনে এই কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ড. প্রকৌশলী কবির আহমেদ ও প্রকৌশলী অমল কান্তি বড়ুয়া। যে প্রত্যাশা নিয়ে কেন্দ্রটির গোড়াপত্তন হয়ে ছিল তা ছিল যৌক্তিক। কালক্রমে এই যৌক্তিকতা আরও জোরালো হয়েছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে উন্নয়নের যে জোয়ার চলছে তার কেন্দ্রবিন্দু হলো রাঙ্গাদিয়া তথা আনোয়ারা অঞ্চল। পর্যটন কেন্দ্র বলুন আর রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত, সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বলুন এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র এ পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনের শতকরা ষাট ভাগ সার এই অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হয়। আর রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত প্রকৌশলীরাই হলো এর মূল চালিকাশক্তি। পরিতাপের বিষয় সি. এফ. এলের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী সার কারখানায় দিন দিন প্রকৌশলীর সংখ্যা কমছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে নতুন অবস্থায় যেখানে প্রায় একশত জন প্রকৌশলী কর্মরত ছিলেন, বর্তমানে সেই সংখ্যাটি নেমে এসেছে দশ জনে। যদিও কারখানটি এখন পুরোনো। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে প্রকৌশলী অনুপম চৌধুরীর সঞ্চালনায় রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের বর্তমান চেয়ারম্যান ও কাফকোর সি.ও.ও প্রকৌশলী আজীজুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় তারই প্রতিধ্বনি হয়েছে। সর্বকনিষ্ঠ রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র সব সময় আইইবি এর সদর দপ্তরের পূর্ণ সহযোগীতা ও সমর্থন পেয়ে আসছে। কেন্দ্রও তার মর্যাদা ধরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। উদাহরণ স্বরূপ উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপকেন্দ্রের স্বীকৃতি লাভ করে। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ১৯৯২ সালের কনভেনশনে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সম্মানী সম্পাদক হিসাবে আমি তা গ্রহণ করি। তখন উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রয়াত প্রকৌশলী এম.এন জামান। পরবর্তীতে আবারও কেন্দ্রের মর্যাদা লাভের দুই বছরের মধ্যে আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র চট্টগ্রামের সাথে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের স্বীকৃতি লাভ করে।

২০০০ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের সনদটি প্রদান করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঘনটাচক্রে আজকের লেখক সম্মানী সম্পাদক হিসেবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি সনদটি গ্রহণ করেন। খুবই আনন্দের বিষয় আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী আব্দুস সবুর এর বদান্যতায় রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র একটি সুপরিসর জায়গা পেয়েছে। এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কেননা সিইউএফএল প্রদত্ত অফিসটির চারদিকে গড়ে উঠেছে নানান স্থাপনা। যাতায়াতের সদর রাস্তাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ। পার্শ্ববর্তী শিল্প এলাকার উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণের কারণে অনিরাপদও বটে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করলে নিজস্ব যায়গার তাকিদ ছিল অপরিহার্য্য-যা পূরণ হয়েছে। রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের বর্তমান কমিটি সদর দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত জায়গাটি উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এখানে চট্টগাম কেন্দ্র বরাবরের মতো সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র যত বিকশিত হবে তাতে সামগ্রিকভাবে আইইবি উপকৃত হবে। এটা চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্যেও গর্বের বিষয়। কেননা চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আনুকূল্য পেয়েই রাঙ্গাদিয়া উপকেন্দ্রটি পূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। উভয় কেন্দ্র ভবিষ্যতে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে

পারবে। এমনকি তারা যৌথভাবে জাতীয় কনভেনশনের আয়োজনাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয়েই লাভবান হবে।

বহু বছর পর স্মৃতিময় রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এজন্য কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী অনুপম চৌধুরী ও সম্মানী সম্পাদক ও প্রকৌশলী এসকেন্দারকে এমন একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদক-প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পিইঞ্জ,

বড়পুকুরিয়া উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি বড়পুকুরিয়া উপ-কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ঠাকুরগাঁও উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি ঠাকুরগাঁও উপ-কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

গাইবান্ধা উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি গাইবান্ধা উপ-কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

পঞ্চগড় উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি পঞ্চগড় উপ-কেন্দ্রের

পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

কক্সবাজার উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসকদের এডিপিভুক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত ১০ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের উদ্যোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের জারীকৃত ডিসি গণকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত আদেশ অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে সমাবেশ ও মানববন্ধন পালিত হয়। উক্ত মানব বন্ধন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী বদিউল আলম। সমাবেশে প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে বলা হয়, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার মূল কারণ ভূমি অধিগ্রহণ, যা ডিসি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে কারিগরি ও পেশাগত জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী প্রয়োজন। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রকৌশল পেশা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কাজের ধরণ সম্পর্কে কোন কারিগরি জ্ঞান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই উন্নয়ন কাজে কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবিহীন জনবল দিয়ে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করানো হলে মাঠ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনাকাঙ্খিত জটিলতা সৃষ্টি হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে ব্যাহত হবে।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ উপকেন্দ্র

মানববন্ধন

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি সিরাজগঞ্জ উপ-কেন্দ্রের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.
Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311
E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org
Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ২০২২

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh